এবং দুর্বল মোসলমানদিগকে পরিত্রাণ দাও। হে আল্লাহ! (ঐ সব মোসলমানদের প্রতি অত্যাচারী কোরায়েশদের মূল) মোজার গোত্রের উপর বিনাশ ও ধ্বংসের তীব্রতা বাড়াইয়া দাও। আয় আল্লাহ! ইউসুফ আলাইহেচ্ছালামের যুগে যেরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ সাত বৎসর হইয়াছিল ঐরূপ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ মোজার গোত্রের উপর চাপাইয়া দাও।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন সময় ফজর নামাযে কাফেরদের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখ করিয়াও হযরত (দঃ) বদদোয়া করিতেন। যখন এই আয়াত নাযেল হইল— ليس لك من الامر شئ "নির্দিষ্টরূপে কাহারও প্রতি বদদোয়া করা আপনার জন্য শোভা পায় না" তখন হযরত (দঃ) উহা ত্যাগ করিলেন।

মছআলাহ ঃ—দোয়া করিতে নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করায় দোষ নাই, কিন্তু বদদোয়ায় নির্দিষ্ট নামের উল্লেখ করিবে না।

এস্তেছকা নামাযের বিবরণ

"এস্তেছকা" অর্থ বৃষ্টির জন্য দোয়া করা। সুতরাং এস্তেছকার মূল বিষয় হইল দোয়া; উহা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান বা বিশেষ নামাযের উপরই সীমাবদ্ধ নহে। বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামায ব্যতিরেকে শুধু বৃষ্টির জন্য কান্নাকাটা এবং দোয়া করিয়াও উহা সম্পন্ন করা যায়। এই বিষয়টি বোখারী (রঃ) কতিপয় পরিচ্ছেদে বুঝাইয়াছেন। "জুমার খোৎবার মধ্যে এস্তেছকা সম্পন্ন হইতে পারে", "মিম্বরের উপর দাঁড়াইয়া এস্তেছকা হইতে পারে", "বিশেষ অনুষ্ঠান ছাড়া জুমার নামাযেই এস্তেছকা হইতে পারে"; এই সব পরিচ্ছেদের জন্য ইমাম বোখারী (রঃ) ৫২১নং হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন।

অবশ্য বৃষ্টির অভাবের দরুন বিশেষ অনুষ্ঠান এবং বিশেষ নামাযের সহিত এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করাও স্বয়ং হযরত নবী (দঃ) হইতে এবং ছাহাবীগণ হইতে বর্ণিত রহিয়াছে। এস্তেছকার অনুষ্ঠানের দৃশ্য সম্পর্কে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—নবী (দঃ) এস্তেছকার নামাযের জন্য বাহির হইলেন; অতি সাধারণ ও নগণ্যের বেশে, বিনয়ী নম্র হইয়া, আল্লার হুজুরে কান্নাকাটি ও রোদনে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে। এই অবস্থায় হযরত (দঃ) ময়দানে পৌঁছিলেন। (ফতহুলবারী, ২—৪০০)

এস্তেছকার নামাযের জন্য কোন দিন বা সময় নির্দ্ধারিত নাই; তবে যেই যেই সময় নামায পড়া নিষিদ্ধ বা নফল নামায নিষিদ্ধ ঐ সময়গুলি অবশ্যই এড়াইতে হইবে।

৫৪৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি দেখিয়াছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এস্তেছকার জন্য লোকদেরকে নিয়া ঈদগাহে গেলেন। হযরত (দঃ) লোকদের সম্মুখে থাকিয়া কেবলামুখী হইয়া দাঁড়াইলেন। বৃষ্টির জন্য দোয়া

করিতে থাকিলেন; এই সময় গায়ের চাদর উল্টাইলেন এবং উহার দিক বদলাইলেন। অতঃপর জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন; উহাতে কেরাত সশব্দে পড়িলেন।

● এস্তেছকার নামাযে আজান একামত হইবে না। আবু ইসহাক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) (কুফার গভর্ণর ছিলেন, তিনি) একবার এস্তেছকার জন্য ময়দানে গেলেন; তাঁহার সঙ্গে ছাহাবী বরা ইবনে আযেব (রাঃ) এবং যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)ও ছিলেন। ইমামরূপে আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) পায়ের উপর দাঁড়াইলেন—মিম্বর ব্যতিরেকে। এবং বৃষ্টির জন্য দোয়া করিলেন। তারপর সশব্দে কেরাতের সহিত দুই রাকাত নামায পড়িলেন। আজান একামত দেওয়া হয় নাই। (১৩৯ পৃঃ)

● বৃষ্টির অভাবে যেরূপ বৃষ্টি হওয়ার জন্য দোয়া করা যায় তাহাকে এস্তেছকা বলে; তদ্রূপ অতি বৃষ্টিতে ক্ষয়ক্ষতি আরম্ভ হইলে তখন বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য এবং প্রয়োজন এলাকায় বৃষ্টি হওয়া ও অধিক বৃষ্টির এলাকায় না হওয়ার জন্যও দোয়া করা যায়।

(১৩৮ পৃষ্ঠা ৫২১ হাদীছ)

৫৪৯। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওমরের আমলে অনাবৃষ্টির দরুন জনগণ দুর্ভিক্ষে পতিত হইলে তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চাচা আব্বাস (রাঃ) দ্বারা দোয়া করাইতেন। ওমর (রাঃ) আল্লার দরবারে এইরূপ বলিতেন—হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর অছিলায় আপনার নিকট বৃষ্টির জন্য দোয়া করিতাম আপনি আমাদিগকে বৃষ্টির দ্বারা পরিতৃপ্ত করিতেন। এখন আমরা আমাদের নবীর চাচার অছিলায় আপনার নিকট বৃষ্টি চাহিতেছি; আপনি আমাদিগকে বৃষ্টি দান করুন। অতঃপর (আব্বাস (রাঃ) দোয়া করিতেন এবং) সকলের জন্য পরিতৃপ্তির বৃষ্টি হইত।

ব্যাখ্যা ঃ—নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের অছিলায় দোয়ায় বৃষ্টি হওয়ার ঘটনা হযরতের নবুওয়তের পূর্বে হযরতের বাল্য বেলায়ও ঘটিয়াছিল।

একবার মক্কায় অনাবৃষ্টিতে লোকগণ বৃষ্টির জন্য একত্রিত হইল, আবু তালেব হযরত (দঃ)কে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং বৃষ্টি হইল, হযরত (দঃ) তখন বালক ছিলেন। হযরতের প্রশংসায় আবু তালেবের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবিতার মধ্যে উক্ত ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে—

৫৫০। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বৃষ্টির দোয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। হযরত (দঃ) মিম্বরে দাঁড়াইয়া দোয়া করেন; আমি তখন আবু তালেবের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কবিতার এই বয়েতটি স্মরণ করি—

وابيض يستسقى الغمام بوجهه - ثمال اليتامى عصمة للارامل

"তিনি এরূপ নূরানী যে, তাঁহার নূরানী চেহারার অছিলায় মেঘমালা হইতে বৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। তিনি এতিমদের আশ্রয়স্থল এবং অনাথ বিধবাদের রক্ষক।"

বয়েতটি স্মরণ করিয়া আমি হযরতের নূরানী চেহারার প্রতি তাকাইতে থাকি ; হযরত (দঃ) দোয়া শেষ করিয়া মিম্বর হইতে অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে এমন বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, সকল ছাদ হইতে প্রবল বেগে পানি বহিতে আরম্ভ হয়।

মছআলাহ ঃ— এস্তেছকা তথা বৃষ্টির জন্য দোয়া করায় মোক্তাদীগণও ইমামের সঙ্গে হাত উঠাইয়া দোয়া করিবে। (১৪০ পৃঃ ৫২১ হাদীছ)

৫৫১। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এস্তেছকার দোয়ার মধ্যে হাত এত অধিক উঠাইতেন যে, তাঁহার নূরানী বগল দেখা যাইত ; অন্য কোনও দোয়ার মধ্যে হযরত (দঃ) হাত এতদূর উঠাইতেন না।

৫৫২। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মেঘ দেখিলেই এই দোয়া পড়িতেন—اَللّٰهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا "হে আল্লাহ। আমাদের উপর সুফলদায়ক উপকারী বৃষ্টি বর্ষণ কর।"

বৃষ্টি-বর্ষণ শরীরে বরণ করা

বৃষ্টির জন্য দোয়া করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইলে হযরত নবী (দঃ) নিজ শরীরে সেই বৃষ্টি বরণ করিয়াছেন। যেরূপ ৫২১নং হাদীছের ঘটনায় দেখা যায়। দোয়ার পর বৃষ্টি আরম্ভ হইল ; মসজিদের ছাদ খেজুর পাতার ছিল, ছাদ হইতে বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের দাড়ির উপর বৃষ্টির পানি ঝরিতে ছিল ; হযরত (দঃ) উহা ইচ্ছাপূর্বক বরণ করিতেছিলেন, নতুবা উহা হইতে বাঁচিবার ব্যবস্থা করিতেন। (ফতহুলবারী, ১—৪ ৬)

মোসলেম শরীফে একটি হাদীছ বর্ণিত আছে—একদা রসুলুল্লাহ (দঃ) গায়ের কাপড় গুটাইয়া শরীরে বৃষ্টি বরণ করিলেন এবং বলিলেন, এই পানি সবে মাত্র প্রভু-পরওয়ারদেগারের (বিশেষ কুদরতের) সংস্পর্শ হইতে আসিয়াছে।

অধিক বেগে বায়ু বহিবার সময় দোয়া

৫৫৩। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অধিক বেগে বায়ু প্রবাহিত হইলে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চেহারায় ব্যাকুলতার লক্ষণ দেখা যাইত।

ব্যাখ্যা ঃ—পূর্ববর্তী অনেক উম্মত প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝার আজাবে ধ্বংস হইয়াছে ; তাই ঝড়-ঝঞ্ঝার পূর্বাভাস প্রবল বেগের বায়ু-বাতাস দেখিলে আল্লাহ তায়ালার আজাব স্মরণে হযরতের অন্তরে ব্যাকুলতা সৃষ্টি হইত ; তিনি এই দোয়াও পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا اُمِرَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا اُمِرَتْ بِهٖ

"হে আল্লাহ! এই বাতাস তোমার তরফ হইতে উপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে আমি সেই উপকার তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং অপকারের আদেশ লইয়া প্রবাহিত হইলে সেই অপকার হইতে আমি তোমার আশ্রয় চাই।"

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—ভূকম্প ইত্যাদি দুর্যোগের ঘটনা সম্পর্কেক ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষে পতিত হইয়া যেরূপ আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়া চাই যাহাকে এস্তেছকা বলা হয়। তদ্রূপ প্রতিটি দুর্যোগ-দুর্ভোগের সময়ই আল্লাহ তায়ালার প্রতি ধাবিত হওয়া চাই।

বৃষ্টি পাইয়া উহাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য বস্তুর প্রতি সম্পৃক্ত করা বস্তুতঃ আল্লার নাশোকরী

৫৫৪। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ঐতিহাসিক হোদায়বিয়ার ময়দানে অবস্থান করা কালীন একদা রাত্রে বৃষ্টি হইল। ফজরের নামাযান্তে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা জান কি (এই বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালা কি বলিয়াছেন ? সকলে উত্তর করিল, আল্লাহ এবং আল্লার রসুলই তাহা ভাল জানেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ বলিয়াছেন, ভোর হইলে আমার বন্দাদের মধ্য হইতে এক শ্রেণীর লোক আমার প্রতি ঈমান রাখার উপযোগী উক্তি করিবে, কিন্তু আর একদল লোক আমার প্রতি অস্বীকারোক্তিজনক কথা বলিবে। যাহারা বলিবে—আল্লার রহমত ও মেহেরবানীর বদৌলতে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আমার প্রতি ঈমানদার বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। আর যাহারা বলিবে—অমুক অমুক নক্ষত্রের দরুণ বর্ষিত হইয়াছে, তাহারা আল্লার প্রতি অবিশ্বাসী ও নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী প্রতিপন্ন হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আমাদের মধ্যে সচরাচর বলা হয়, অমাবস্যার দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে বা পূর্ণিমার দরুণ বৃষ্টি হইয়াছে—এইরূপ উক্তিকে সঙ্কুচিত থাকা কর্তব্য।

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণকালীন নামায

৫৫৫। **হাদীছ ঃ**— আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদের প্রতি রওয়ানা হইলেন। তাড়াতাড়ির কারণে তিনি নিজের শরীরের চাদরখানা পর্য্যন্ত ঠিকভাবে গায়ে না দেওয়াতে উহা মাটির উপর হেঁচড়াইয়া যাইতেছিল। লোকগণও হযরতের প্রতি দ্রুত ছুটিয়া আসিল। হযরত (দঃ) মসজিদে প্রবেশ করিয়া জমাতে দুই রাকাত নামায পড়িলেন, এদিকে সূর্য্যের গ্রহণও শেষ হইয়া গেল। নামাযান্তে তিনি বলিলেন, কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ সংঘটিত হয় না; যখনই চন্দ্র বা সূর্য্যের এই অবস্থা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামাযরত হও, যাবৎ এই বিপদাবস্থা দূরীভূত না হয় সেই পর্য্যন্ত দোয়া করিতে থাক।

৫৫৬। **হাদীছ ঃ**—আবু মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, নিশ্চয় চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর কারণে হয় না। বস্তুতঃ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের নিশানরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখিলে তৎক্ষণাৎ নামাযের প্রতি ধাবিত হইও।

৫৫৭। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিতেন—নিশ্চয় চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ কাহারও মৃত্যুর বা জন্মের প্রভাবে সংঘটিত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আল্লাহ তায়ালার বিশেষ কুদরতের নিশানসমূহেরই দুইটি নিশান। যখনই তোমরা ঐরূপ অবস্থা দেখ নামায পড়।

৫৫৮। **হাদীছ ঃ**—মুগিরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, যেই দিন হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রিয় পুত্র হযরত ইব্রাহীম (আলাইহে ওয়া আলা আবীহেছ-ছালাম) এন্তেকাল করিলেন সেই দিন সূর্য্যগ্রহণ হইল। সকলে এরূপ বলাবলি করিতে লাগিল যে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পুত্রের মৃত্যুতেই ইহা হইয়াছে। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লার কুদরতের বিশেষ দুইটি নিশান। উহাদের গ্রহণ কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও সংঘটিত হয় না। যখন উহা দেখিতে পাও তৎক্ষণাৎ নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে আরম্ভ কর। যাবৎ গ্রহণ অবস্থা দূরীভূত হইয়া পরিষ্কার না হইয়া যায় নামায পড়িতে ও দোয়া করিতে থাক।

৫৫৯। **হাদীছ ঃ**— আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—সূর্য্য এবং চন্দ্র আল্লাহ তায়ালার অসীম কুদরতের দুইটি নিদর্শন। উহা কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না, বরং আল্লাহ তায়ালা (এত বড় বৃহৎ ও তেজোময় আলোক দীপ্ত বস্তুদ্বয়কে এইরূপে কালিমাযুক্ত করিয়া) স্বীয় বন্দাদিগকে ভয় দেখাইয়া (ও সতর্ক করিয়া) থাকেন। (১৪৩ পৃঃ)

৫৬০। **হাদীছ ঃ**—আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অত্যন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি যেন এরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন যে, কেয়ামত বা মহাপ্রলয় এখনই সংঘটিত হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ তিনি মসজিদে আসিলেন এবং অধিক লম্বা কেরাত, রুকু, সেজদা দ্বারা নামায পড়িলেন; এরূপ লম্বা আর কখনও করিতে দেখি নাই। তারপর বলিলেন, এই সব ঘটনা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতের নিদর্শন স্বরূপ সংঘটিত করিয়া থাকেন। কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে এই সব কখনও ঘটে না, এরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বন্দাগণকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করিয়া থাকেন। তাই যখন এরূপ কোন ঘটনা দেখ, তৎক্ষণাৎ ভয়-ভীতির সহিত আল্লার জিক্‌র, দোয়া ও এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনার প্রতি ধাবিত হও।

৫৬১। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় একদা সূর্য্যগ্রহণ হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায

আরম্ভ করিলেন, (আড়াই পারা যুক্ত) ছুরা বাকরার ন্যায় লম্বা কেরাত পড়িলেন। তারপর অত্যধিক লম্বা রুকু করিলেন, তারপর রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পুনরায় অতি লম্বা রুকু করিলেন; প্রথম রুকু হইতে একটু ছোট, তারপর সেজদা করিলেন। দ্বিতীয় রাকাতও ঐরূপে পড়িলেন, এইরূপে দুই রাকার নামায শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্য গ্রহণও শেষ হইল। নামাযান্তে তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্র (এবং উহাদের নানা প্রকার পরিবর্তন) আল্লার কুদরতের নিদর্শন; উহা কাহারও মৃত্যু বা জন্মের প্রভাবে গ্রহণযুক্ত হয় না।* অতএব যখন ঐরূপ কিছু দেখ, তৎক্ষণাৎ আল্লার জেকরের প্রতি ধাবিত হইও। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, এইস্থানে দাঁড়ানো অবস্থায় আমরা আপনাকে দেখিয়াছি—আপনি যেন হাত বাড়াইয়া কোন বস্তু ধরিতে উদ্যত হইতেছেন; তারপর আবার দেখিলাম, আপনি পেছনে হাটিতেছেন। (এসবের কারণ কি ছিল?) হযরত (দঃ) ফরমাইলেন, (আল্লার কুদরতে) আমি বেহেশতকে অতি নিকটবর্তী স্থানে দেখিতে পাইয়া উহা হইতে একটি আঙ্গুরের ছড়া আনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, যদি উহা আনিতাম তবে তোমরা উহা দুনিয়া শেষ হওয়া পর্য্যন্ত খাইতে পারিতে (কারণ, বেহেশতের সমুদয় বস্তু অক্ষুরন্ত)। দোযখকেও ঐরূপ নিকটবর্তী স্থানেই দেখিয়াছি; উহার মত এত বড় ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি আর কখনও দেখি নাই এবং উহার অধিকাংশ বাসিন্দা নারী জাতি দেখিয়াছি। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন নারী জাতির এই অবস্থা কি কারণে? হযরত (দঃ) বলিলেন, তাহাদের কুফরীর কারণে। ছাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহার উদ্দেশ্য কি আল্লার সঙ্গে কুফরী করা? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, না—(এখানে কুফরীর অর্থ নেমক-হারামি ও না-শোকর গোজারীর স্বভাব। তাহারা তাহাদের স্বামীদের নাশোকরী করিয়া থাকে, এহসান তথা উপকারের নেমক-হারামি করিয়া থাকে। জীবনভর তাহাদের কাহারও প্রতি যে ব্যক্তি উপকার করিয়াছে তাহার একটি মাত্র ত্রুটি দেখিলেই বলিয়া ফেলে—সারা জীবনে আমরা কোন ভাল ব্যবহার পাই নাই।

৫৬২। **হাদীছ**ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় সূর্য্যগ্রহণ হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) নামাযের জন্য একত্রিত হওয়ার আহ্বানকারী দিকে দিকে পাঠাইয়াছিলেন। অতঃপর সকলকে লইয়া নামায আরম্ভ করিলেন। লম্বা কেরাত পড়িলেন, রুকুও লম্বা করিলেন, রুকু হইতে উঠিয়া অনেক সময় দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় লম্বা কেরাত পড়িলেন—প্রথম কেরাত হইতে একটু ছোট। তারপর সেজদায় না যাইয়া পুনরায় রুকু করিলেন—প্রথম রুকু হইতে ছোট, তারপর অনেক লম্বা সেজদা করিলেন, এইরূপেই দ্বিতীয় রাকাত পড়িলেন; এইভাবে চার রুকু ও চার সেজদায় দুই রাকাত নামায আদায় করিলেন। নামায পড়িতে পড়িতে সূর্য্যগ্রহণ শেষ হইয়া গেল।

---

* অন্ধকার যুগে লোকদের এই বিশ্বাস ছিল যে, কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণযুক্ত হইয়া থাকে। হযরত (দঃ) সেই আকিদারই খণ্ডন করিয়াছেন।

অতঃপর তিনি ভাষণ দান করিলেন—আল্লার প্রশংসা ও ছানা-ছিফত বয়ান পূর্বক বলিলেন, চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লার অসীম কুদরতের নিদর্শন; উহা কাহারও জন্ম বা মৃত্যুর প্রভাবে কখনও গ্রহণযুক্ত হয় না। চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ (আল্লাহ তাঁহার বন্দাদিগকে সতর্ক করার জন্য) ঘটাইয়া থাকেন। যখন ঐরূপ অবস্থা দেখ, তখন আল্লার নিকট দোয়া ও প্রার্থনা আরম্ভ কর, তকবীর বল এবং নামায পড় ও দান-খয়রাত কর—যাবৎ তোমাদের সম্মুখ হইতে সূর্য্যের এই অবস্থা দূরীভূত না হয়।

(পরকালের) যত কিছুর সংবাদ আমাকে দেওয়া হইয়াছে; আমি আমার এই নামাযের মধ্যে ঐসবকে চাক্ষুষরূপে অবলোকন করিয়াছি। এমনকি আমি বেহেশত (দেখিয়া উহা) হইতে আঙ্গুর ছড়া হস্তগত করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম যখন তোমরা আমাকে সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেখিয়াছ। আমি দোযখকে দেখিয়াছি—উহার অগ্নি-শিখাগুলি কিলবিল করিতে ছিল; তখন তোমরা আমাকে পেছনে হাটিতে দেখিয়াছ। সেই দোযখের মধ্যে আমি আমর ইবনে লুহাই (মক্কাস্থিত আদিকালে এক কাফের)কে দেখিয়াছি; সে-ই ঐ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম দেব-দেবীর নামে কোন পশু ছাড়িয়া দেওয়ার প্রথা সৃষ্টি করিয়াছিল।

হে মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতগণ! আল্লাহ তায়ালা তাঁহার কোন বন্দা-বান্দীকে যেনায় (ব্যভিচারে) লিপ্ত দেখিলে যেরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন, অন্য আর কেহই কোন বস্তুকে ঐরূপ ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখে না। হে মোহাম্মদ (দঃ)-এর উম্মতগণ! (মানবের সম্মুখে যেই কঠিন সময়, কঠিন পথ, কঠিন সমস্তাবলী রহিয়াছে) যদি তোমরা জানিতে যেরূপ আমি জানি; শপথ করিয়া বলিতেছি যে, তবে নিশ্চয় তোমরা হাসিতে কম, কাঁদিতে শেখ। (১৪২ ও ১৬১ পৃঃ)

ব্যাখ্যা:—অন্ধকার যুগে লোকদের বিশ্বাস ও মতবাদ এই ছিল যে, কোন মহা মানবের মৃত্যু বা জন্মলগ্নে চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ হইয়া থাকে। ঘটনাক্রমে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময়ে সে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল উহা হযরতের তৎকালীন একমাত্র পুত্র ইব্রাহীমের মৃত্যুর দিন সংঘটিত হইয়াছিল। সেমতে লোকদের উপর তাহাদেরই মতবাদ ও বিশ্বাস সূত্রে হযরতের একটা বিরাট প্রভাব লাভের সুবর্ণ সুযোগ ছিল; লোকদের মুখে তাহা আসিয়াও ছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই মিথ্যা সুযোগকে পদদলিত করার উদ্দেশ্যে অধিক তৎপরতার সহিত উক্ত গর্হিত মতবাদকে বিশেষভাবে খণ্ডন করিয়া বার বার ইহা প্রচার করিলেন যে, চন্দ্র সূর্য্যের গ্রহণ কখনও কাহারও মৃত্যুর প্রভাবে বা কাহারও জন্মলগ্নে হয় না। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার মহা কুদরত ও সর্বশক্তির নমুনা দেখাইয়া মানবকে সতর্ক করিতে চাহেন। মানব যেন আল্লার ভয় অন্তরে জাগরিত রাখিয়া জীবন-যাপন করে।

চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণে আরও একটি অনেক বড় নিদর্শন এই রহিয়াছে যে, সূর্য্য ও চন্দ্র অতি বড় বিরাট বস্তু ও মহা উপকারী বটে, কিন্তু ইহা পূজনীয় হইতে পারে না; ইহা

মহান আল্লাহ তায়ালার নগণ্য সৃষ্ট। ইহার আলো ও জ্যোতিই ইহার অস্তিত্বকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে—সেই আলোটুকুও উহার আয়ত্বে নহে, উহা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তায়ালার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রনাধীনে; এইরূপ বস্তু পূজনীয় কিরূপে হইতে পারে? পবিত্র কোরআনে আছে—

وَمِنْ اٰيٰتِهِ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝ لَا تَسْجُدُوْا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

وَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِيْ خَلَقَهُنَّ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

"আল্লাহ তায়ালার কুদরতের অসংখ্য নমুনারই অন্তর্ভূক্ত রাত্র এবং দিন; (অধিকন্তু দিবারাত্রের বিবর্তনের মূল বস্তুদ্বয়—) সূর্য্য এবং চন্দ্রও সেই কুদরতের নমুনারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা চন্দ্র-সূর্য্যের সেজদা বা পূজা করিও না, সেজদা ও পূজা কর ঐ আল্লার যিনি ঐ সবকে সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি তোমরা বস্তুতঃ আল্লারই পূজারী হইয়া থাক (২৪ পারা, ১৯ রুকু; ইহা সেজদার আয়াত)। অর্থাৎ অনেকে বলিয়া থাকে চন্দ্র-সূর্য্যের পূজার মাধ্যমে আল্লারই পূজা মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা পরিস্কার বলিয়া দিলেন, আল্লার পূজারী সাবাস্ত হইতে চাহিলে কোন সৃষ্ট বস্তুর পূজা কোন স্তরেই করিবে না। চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের দ্বারা চাক্ষুষ ও সম্যকরূপে প্রতিপন্ন হয় যে—উহা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট ও নিয়ন্ত্রনাধীন বস্তু; এই উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালার এবাদতে লিপ্ত হওয়া উক্ত আয়াতের কতই না সামঞ্জস্যপূর্ণ।

চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ আরও একটি বিষয়ের নিশান ও নিদর্শন—তাহা হইল সারা বিশ্ব, বরং সৃষ্টিকর্তা ভিন্ন অন্য সব কিছুর লয় তথা মহাপ্রলয়ের নিদর্শন। চন্দ্র ও সূর্য্যের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যে এক শ্রেণীর মানুষ উহার পূজারী হইয়া গিয়াছে। মহাপ্রলয় লগ্নে আল্লাহ তায়ালা উহার বৈশিষ্ট্য ছিনাইয়া নিয়া চাক্ষুষ দেখাইয়া দিবেন যে, চন্দ্র-সূর্য্য ও উহার বৈশিষ্ট্য সবেরই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রনকারী আল্লাহ তায়ালা; সেই সূত্রেই মহাপ্রলয়ের পূর্বক্ষণে সারা সৌরজগতের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সূর্য্যের জ্যোতি ও কিরণমালাকে আল্লাহ তায়ালা বিলুপ্ত করিয়া দিবেন; সূর্য্য একটি সাধারণ গোলাকার বস্তু হইয়া যাইবে। পবিত্র কোরআনে ৩০ পারায় উল্লেখ আছে—اذا الشمس كورت "(মহাপ্রলয়ের সময় তখন—) যখন সূর্য্যের কিরণ বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে।" চন্দ্রের অবস্থাও তদ্রূপই।

পবিত্র কোরআন শরীফে ২৯ পারায় আছে—

يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيٰمَةِ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ....

"বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কবে আসিবে? যখন অবস্থার ভয়াবহতার ত্রাসের দরুণ চক্ষু তাক লাগাইয়া যাইবে এবং চন্দ্র আলোহীন হইয়া যাইবে······তখন মানুষ বলিবে, আজ পালাইবার জায়গা আছে কি?"

সাধারণ চন্দ্র-সূর্য্যের গ্রহণ সেই মহা গ্রহণেরই নমুনা। এই জন্যই ৫৬৫নং হাদীছে আছে যে, সূর্য্যগ্রহণ হইলে পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আতঙ্কিত হইলেন যে, কেয়ামত আসিয়া গেল নাকি?

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণের নামায সম্পর্কে নবী (দঃ) হইতে আদেশবোধক শব্দের উক্তি বর্ণিত রহিয়াছে। অধিকাংশ ইমাম এই নামাযকে ছুন্নতে-মোয়াক্কাদা বলিয়াছেন এবং কেহ ওয়াজেব বলিয়াছেন। (ফতহুলবারী, ২—৪২১)

সূর্য্য গ্রহণের নামাযে প্রতি রাকাতে একাধিক রুকু করা হযরত নবী (দঃ) হইতে বর্ণিত রহিয়াছে; কেহ সেইরূপ করিলে তাহাতে মোটেই কোন দোষ নাই। হানফী মজহাবে বলা হয় যে, হযরত (দঃ) কোন সাময়িক কারণে ঐ সময়ে উহা করিয়াছিলেন। যেরূপ উক্ত নামাযে হযরত (দঃ) এক সময় নিজের স্থান হইতে পেছনে হটিয়া ছিলেন, এক সময় হাত বাড়াইয়া কিছু ধরিতে চাহিয়াছিলেন (৫৬১ হাদীছ দ্রষ্টব্য)।

উক্ত নামাযান্তে স্বয়ং হযরত (দঃ) লোকদিগকে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ অবস্থায় ফজর নামাযের ন্যায় নামায পড়িতে বলিয়াছেন—তাহা হাদীছে বর্ণিত আছে। বিশিষ্ট ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর আমল বোখারী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি সূর্য্যগ্রহণের নামায ফজরের নামাযের ন্যায়ই পড়িয়াছেন (১৪২ ও পৃঃ)। তাই হানফী মজহাবে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের নামায প্রচলিত নিয়ম তথা প্রতি রাকাতে এক রুকু দ্বারাই পড়িতে বলা হয়।

৫৬৩। **হাদীছ ঃ**—আবু বকর তনয়া আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সূর্য্যগ্রহণের নামায পড়িলেন। (কেরাত পড়িতে) দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন, তারপর দীর্ঘ রুকু করিলেন; রুকু হইতে উঠিয়া দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেন (এবং পুনঃ কেরাত পড়িলেন।) তারপর পুনরায় সুদীর্ঘ রুকু করিলেন; রুকু হইতে উঠিয়া সেজদায় গেলেন এবং দীর্ঘ সেজদা করিলেন। দ্বিতীয় সেজদা হইতে দাঁড়াইয়া গেলেন: এইবারও দীর্ঘ সময় দাঁড়াইলেইন এবং প্রথম রাকাতের ন্যায় দীর্ঘ দুই রুকু ও দুই সেজদা করিয়া নামায শেষ করিলেন। নামায শেষে লোকদেরকে লক্ষ্য করিয়া ইহাও বলিলেন যে, বেহেশতকে আমার এত নিকটবর্তী দেখান হইয়াছে যে, পূর্ণ সাহস করিলে বোধ হয়, উহার একটি আঙ্গুর ছড়া আনিতে পারিতাম। দোযখও অতি নিকটবর্তী দেখান হইয়াছে; এমনকি আশঙ্কাভিভূত হইয়া আমি (আল্লার রহমত আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে) বলিয়াছি, হে পরওয়ারদেগার! আমি লোকদের সঙ্গে বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই……(দোযখ তাহাদেরকে ঘিরিয়া ধরিবে)? আমি দোযখের শাস্তিভোগে লিপ্ত একটি নারীকে দেখিয়াছি—একটি বিড়াল তাহাকে নখ দ্বারা আঁচড় দিতেছে। তাহার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, সে ঐ বিড়ালটাকে বাধিয়া রাখিয়া আনাহারে মারিয়া ফেলিয়া ছিল;

উহাকে খাদ্যও দেয় নাই, আবার ছাড়িয়াও দেয় নাই যে, সে নিজে খাদ্য জুটাইতে সক্ষম হয়। (১১৩ পৃঃ) এতদ্ভিন্ন ১৩৮ নম্বরেও এই হাদীছখানা অনুদিত হইয়াছে। তথায় আরও কিছু তথ্য উল্লেখ রহিয়াছে।)

৫৬৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় যখন সূর্য্যগ্রহণ হইল, তখন সর্বত্র এই ধ্বনি দেওয়া হইল—নামাযের জন্য প্রস্তুত হও।

৫৬৫। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা এক ইহুদি ভিখারিনী তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিল এবং—اعاذ ك الله من عذاب القبر "আল্লাহ আপনাকে কবরের আজাব হইতে রক্ষা করুন।" এই দোয়া করিল। (ইতিপূর্বে আয়েশা (রাঃ) কবরের আজাবের কথা শুনেন নাই, তাই) তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, মানুষদিগকে তাহাদের কবরে আজাব দেওয়া হইবে কি? রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (হাঁ—) আমি উহা হইতে আল্লার আশ্রায় প্রার্থনা করি।

তারপর একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সকাল বেলা কোন কাজে যানবাহনে চড়িয়া যাইতেছিলেন, এমতাস্থায় সূর্য্যগ্রহণ আরম্ভ হইল। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং বিবিগণের (চেতনা সৃষ্টি উদ্দেশ্যে তাহাদের) কক্ষসমূহের মধ্য দিয়া মসজিদে গমন করিলেন এবং নামায আরম্ভ করিলেন। লোকেরা তাঁহার পেছনে কাতার বাঁধিয়া নামাযে শরীক হইল। তিনি (পূর্ব বর্ণিতরূপে দুই রাকাত) নামায শেষ করিয়া কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয়প্রার্থী হওয়ার আদেশ করিলেন।

৫৬৬। **হাদীছ ঃ**—আসমা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আদেশ করিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের সময় ক্রীতদাস মুক্ত করিতে।

চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে করণীয় আমলসমূহ ঃ

● নামাযের ব্যবস্থা করিবে—নিজেও নামায পড়িবে এবং লোকদিগকে একত্রিত করায় ব্যবস্থা করিবে, এমনকি আহ্বানকারী পাঠাইয়া লোকদিগকে ডাকিয়া আনিবে, নিজের পরিবার-পরিজনকেও নামাযের জন্য সচেতন করিবে। নামায জমাতের সহিত মসজিদে পড়িবে—ইহা উত্তম; সেরূপ ব্যবস্থা না হইলে নিজ গৃহেই পড়িবে। যথাসাধ্য এই নামাযের কেরাত এবং রুকু-সেজদা সুদীর্ঘ করিবে। প্রথম রাকাত দ্বিতীয় রাকাত অপেক্ষা অধিক দীর্ঘ করিবে। আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, সূর্য্যগ্রহণের নামায এত দীর্ঘ করিবে যে নামায শেষ হইতে গ্রহণ ছুটিয়া যায়। নামাযান্তে যদি দেখা যায় গ্রহণ ছুটে নাই তবে অবশিষ্ট সময় দোয়া করিয়া কাটাইবে (ফতহুলবারী ২—৪২১) সূর্য্য গ্রহণের নামায শেষে ইমাম চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া ভাষণ দিবেন। সূর্য্য গ্রহণের নামাযে পুরুষদের জমাতে মহিলাদের শামিল হওয়া—এ সম্পর্কে পূর্ণ মছআলাহ এই যে, যদি

নিজ গৃহে পরিবারবর্গের জমাত হয় তবে শামিল হইতে পারে। মসজিদের জমাতে শামিল হওয়ার মছআলাহ উহাই যাহা "মহিলাদের জন্য মসজিদে যাওয়া" পরিচ্ছেদে এবং ১২ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বর্ণিত হইয়াছে।

● বিভিন্ন দোয়ায় আত্মনিয়োগ করিবে। ● "আল্লাহু-আকবার" এবং বিভিন্ন রকমে আল্লার জেকর করিবে। ● বিশেষভাবে কবরের আজাব হইতে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় ভিক্ষা চাহিবে। ● গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট কান্নাকাটা করিবে।

● চন্দ্র গ্রহণেও নামায পড়িবে (১৪৫ পৃঃ)। অবশ্য সূর্য্য গ্রহণের নামায জমাতে পড়া মোস্তাহাব; চন্দ্র গ্রহণের নামাযে জমাত মোস্তাহাব নহে (শামী, ১—৭৭৮)। সূর্য্য গ্রহণের নামায রসুলুল্লাহ (দঃ) জমাতে পড়িয়াছেন; চন্দ্র গ্রহণের কোন ঘটনা হুযুরতের আমলে বর্ণিত নাই, কিন্তু সূর্য্য ও চন্দ্র উভয়ের গ্রহণের তাৎপর্য্য সমপর্য্যায়ের বর্ণনা করিয়া উভয়ের গ্রহণে নামায, জিক্‌র দোয়া, এস্তেগফার ও দান-খয়রাতের আহ্বান জানাইয়াছেন।

কোরআন শরীফে সেজদার আয়াতসমূহ

৫৬৭। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিয়াছেন—"ছুরা ছোয়াদ"-এর মধ্যে একটি সেজদার আয়াত আছে, উহার উপর সেজদা করা ফরজ ওয়াজেব না হইলেও আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিয়া সেজদা করিতে দেখিয়াছি।

৫৬৮। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম "ছুরা-নাজম" তেলাওয়াত করিলেন; উহার একটি আয়াতের উপর তিনি সেজদা করিলেন এবং উপস্থিত সকল (এমনকি কাফেররা পর্য্যন্ত) সেজদা করিল; এক বৃদ্ধ (কাফের সে অতিশয় মোটা ছিল) সেজদা করিতে পারিল না, কিন্তু সেও এক মুঠি মাটি উঠাইয়া কপালে ছোঁয়াইল এবং বলিল, আমার জন্য ইহাই যথেষ্ট। এই লোকটি কাফের থাকাবস্থায়ই মোসলমানদের হাতে নিহত হয়।

৫৬৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছুরা নাজম তেলাওয়াত কালে সেজদা করিলেন। উপস্থিত মোছলমান, মোশরেক, জ্বিন ও সকল শ্রেণীর মানুষই তাঁহার সঙ্গে সেজদা করিয়াছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ঐ ক্ষেত্রে বহু কাফের সেজদা করিয়াছে, এমনকি এরূপ গুজব রটিয়া গেল যে, মক্কাবাসীরা মোসলমান হইয়া গিয়াছে। কাফেরদের এই সেজদার মূলে কি হেতু ছিল সে বিষয়ে কোন কোন ভিত্তিহীন ঘটনার বর্ণনা আছে। কিন্তু প্রকৃত ঐ সকলে বিশেষ একটি ঐশ্বরিক প্রভাব সকলকে প্রভাবান্বিত করিয়া ফেলে, যদ্দরুণ সকলে সেজদা করিতে বাধ্য হয়। তাই অন্য এক হাদীছে আছে, ঐ সময় গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত পর্য্যন্ত (নিজ নিজ পদ্ধতিতে) সেজদা করিয়াছিল।

এরূপ ঘটনার দ্বারা আল্লার সর্বশক্তিমত্তা ও স্বেচ্ছাধীন কুদরতের বিকাশ হইয়া থাকে; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها "আমি ইচ্ছা করিলে বাধ্যতামূলক সকলকে সৎপথে পরিচালিত করিতে পারি।"

এই কুদরতের নমুনাই আল্লাহ তায়ালা সময় সময় দেখাইয়া থাকেন, কিন্তু সর্বদার জন্য ও ব্যাপকভাবে আল্লাহ তায়ালা এই ইচ্ছাকে প্রয়োগ করেন না, কারণ উহাতে দুনিয়ার-সৃষ্টি রহস্য তথা "পরীক্ষা" অনুষ্ঠিত হইতে পারে না।

৫৭০। **হাদীছ ঃ**— যায়েদ ইবনে ছাবেৎ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাক্ষাতে ছুরা নাজম তেলাওয়াত করিলেন। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (তখন অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে) সেজদা করেন নাই।

৫৭১। **হাদীছ ঃ**—আবু ছালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবু হোরায়রা (রাঃ)কে দেখিয়াছি, তিনি "ছুরা এন্‌শাক্‌কাত" তেলাওয়াত করিলেন এবং সেজদা করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এখানে সেজদা করিতে না দেখিলে সেজদা করিতাম না।

৫৭২। **হাদীছ ঃ**— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, অনেক সময় আমাদের উপস্থিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সেজদার আয়াত তেলাওয়াত করিতেন এবং সেজদা করিতেন, আমরাও সেজদা করিতাম; যাহাতে এত ভীড় হইয়া যাইত যে, আমরা (একত্রে) প্রত্যেকে মাথা রাখিবার স্থান পাইতাম না।

৫৭৩। **হাদীছ ঃ**—আবু রাফে' (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি আবু হোরায়রা রাজিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে নামায পড়িলাম, তিনি "ছুরা এন্‌শক্‌কাত" পড়িলেন এবং নামাযের মধ্যেই উহার সেজদাও করিলেন। নামাযান্তে আমি তাঁহাকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে নামাযের মধ্যে এইরূপে সেজদা করিয়াছি, তাই আমি আজীবন ইহা করিয়া যাইব।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— একটি পরিচ্ছেদে ইমাম বোখারী (রঃ) বিভিন্ন প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত করিতে চাহিয়াছেন যে, সেজদার আয়াত পড়িয়া বা শুনিয়া সেজদা করা ফরজ-ওয়াজেব নহে; মোস্তাহাব। অবশ্য এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন হাদীছ দেখা যায় না; বিভিন্ন হাদীছে শুধু এই বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) সেজদা করিতেন। হানফী মজহাবে সেজদার আয়াত যে পড়ে বা শুনে উভয়ের উপর সেজদা করা ওয়াজেব; অবশ্য তৎক্ষণাৎ না করিয়া পরে করিলেও চলে, একেবারেই না করিলে ওয়াক্তের তরকের কঠিন গোনাহ হইবে।

——: ০ :——

মুসাফিরের নামাযের বিবরণ

৫৭৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (মক্কা বিজয়কালে মক্কায়) উনিশ দিন অবস্থান করিয়াছেন এবং সেই অবস্থানে নামায কছর পড়িয়াছেন। সুতরাং আমরা ভ্রমন অবস্থায় কোথায়ও উনিশ দিন পর্য্যন্ত অবস্থান করিলে কছরই পড়িব। অধিক অবস্থান করিলে পুর্ণ নামায পড়িব।

মছআলাহ ঃ—হানফী মজহাব মতে মুছাফির ব্যক্তি (ঘন্টার হিসাবে) পুর্ণ পনর দিন কোন স্থানে অবস্থানের নিয়্যত করিলে তখন হইতেই তাহাকে নামায পুর্ণ পড়িতে হইবে। এক ঘন্টা কম পনর দিন এক শহরে অন্যান্য দিন অন্য এলাকায় কিম্বা নিয়্যত ব্যতিরেকে যত দিনই অবস্থান করিবে সে ক্ষেত্রে নামায কছরই করিতে হইবে। আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে এই অবস্থাই অবধারিত।

৫৭৫। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, (বিদায় হজ্জ উপলক্ষে) আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে মদীনা হইতে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলাম। আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন না করা পর্য্যন্ত নামায দুই দুই রাকাত পড়িয়াছি। আনাছ (রাঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, আমরা মক্কা শরীফে দশ দিন অবস্থান করিয়াছিলাম।

৫৭৬। হাদীছ ঃ—হারেছা ইবনে ওয়াহব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিদায় হজ্জে) মিনায় (চার দিন) অবস্থান কালে (কছর—চার রাকাত) নামায দুই রাকাত পড়িতেন। ঐ সময় মোসলমানদের পুর্ণ নিরাপদ অবস্থা বিরাজমান ছিল।

ব্যাখ্যা ঃ—ইসলামের প্রাথমিক যুগে মোসলমানদের জন্য নিজদের এলাকা হইতে দুরে সাধারণতঃ নিরাপত্তার অভাব বিরাজমান ছিল ; সেই পরিপ্রেক্ষিতেই প্রথমতঃ কছরের বিধান প্রবর্তিত হয়, যেন ভয়-সঙ্কুল স্থানে অবস্থান সংক্ষিপ্ত করা হয় ; পবিত্র কোরআনে ইহারই উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু পরে কছরের বিধান ভয়ের অবস্থায় সীমিত থাকে নাই, বরং নির্দিষ্ট পরিমাণের প্রত্যেক ছফর ক্ষেত্রের জন্যই প্রবর্তিত হইয়াছে। আলোচ্য হাদীছে উহারই উল্লেখ হইয়াছে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এবং ছাহাবীগণের সুদীর্ঘ জীবনে নিরাপদ ও শান্ত অবস্থায় ছফরে কছর ভুরি ভুরি নজীর বিদ্যমান রহিয়াছে।

৫৭৭। হাদীছ ঃ—আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের সময় মিনার মধ্যে নামাযের জমাত পড়াইলেন ; তিনি নামায চার রাকাত পড়াইলেন (কছর করিলেন না) আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) ছাহাবীর নিকট এই বিষয় উল্লেখ করা হইলে তিনি অত্যন্ত বিস্ময় ও অনুতাপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সহিত (হজ্জের ছফরে) মিনায় নামায (চারি রাকাতের কছর) দুই রাকাত পড়িয়াছি ; খলীফা আবু বকরের সঙ্গেও তদ্রুপই এবং

খলীফা ওমরের সঙ্গেও তদ্রূপই; এমনকি খলীফা ওসমানের খেলাফতের প্রথম আমলেও তদ্রূপই। সুতরাং চার রাকাত স্থলে আল্লার দরবারে কবুল দুই রাকাতই আমার জন্য উত্তম।

ব্যাখ্যা ঃ—খলীফা ওসমান (রাঃ) কর্তৃক খেলাফতের শেষ আমলে হজ্জের ছফরে কছর না করায় সমালোচনার ঝড় উঠিয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, কছর পড়ার বিধান অলঙ্ঘনীয়। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ছফর অবস্থায় কছরকে ওয়াজেব বলিয়াছেন। স্বীয় কার্যের রহস্য উদঘাটনে নিজেই বলিয়াছেন, আমি মক্কা শহরে বিবাহ করিয়াছি এবং আমি রসুলুল্লাহ (দঃ)কে বলিতে শুনিয়াছি, কেহ কোন এলাকায় বিবাহ করিলে তথায় সে তথাকার বাসিন্দারূপে নামায পড়িবে। মক্কায় বিবাহ করার পূর্বে খলীফা ওসমান (রাঃ) হজ্জের ছফরে মিনার মধ্যে কছরই পড়িতেন। বোখারী (রঃ) ১৪৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছেন, আয়েশা (রাঃ) ছফর অবস্থায় কছর করিতেন না, পূর্ণই পড়িতেন। খলীফা ওসমানের ন্যায় তাঁহাকেও কৈফিয়ত দিতে হইয়াছে।

৫৭৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন মহিলা তিন দিন ভ্রমনের পথ ছফর করিতে পারিবে না যদি না তাহার সঙ্গে কোন মাহরম (বা নিজ স্বামী) থাকে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—মাহরম বা স্বামী ছাড়া তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমনের পথ ছফর করা মহিলাদের জন্য হারাম। এই মছআলাহ হইতেই নামায কছরের জন্য তিন দিন বা উহার অধিক ভ্রমনের পথ ছফর করা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে যে শ্রেণীর ভ্রমন উদ্দেশ্য সেই ভ্রমন অনুপাতে তিন দিনের ভ্রমন-পথ ৪৮ মাইল নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে ইমাম বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) চার "বরীদ" পথ ভ্রমনে নামায কছর করিতেন এবং রমজানের রোজা ভঙ্গ করিতেন। (এক "বরীদ" ১২ মাইল, অতএব চার বরীদ ৪৮ মাইল।)

মছআলাহ ঃ—৪৮ মাইল ভ্রমন উদ্দেশ্য করিয়া স্বীয় গ্রাম বা শহর অতিক্রম করিয়া গেলেই কছর করা আরম্ভ করিতে হইবে।

খলীফা আলী (রাঃ) একদা ছফর উদ্দেশ্যে তাঁহার রাজধানী শহর কুফা ত্যাগ করতঃ অনতিদূরে যাইয়াই (নামাযের ওয়াক্ত হইলে) নামায কছর করিলেন; অথচ শহরের বাড়ী-ঘর তখনও তাঁহার দৃষ্টিগোচরে ছিল। তদ্রূপ প্রত্যাবর্তনকালে কুফা শহরের অনতিদূরে থাকাবস্থায় (নামাযের ওয়াক্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিলে) নামায কছররূপে আদায় করিলেন। তাঁহাকে বলাও হইল—এই ত কুফা শহর। অর্থাৎ কুফা শহর যেখানে আপনার বাড়ী উহা ত নিকটবর্তীই। তিনি বলিলেন, আমাদের নামায পুরা পড়িতে হইবে না, যাবৎ না ছফর হইতে কুফা শহরে প্রবেশ করি।

এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণের হাদীছটি হজ্জের অধ্যায়ে অনুদিত হইবে। উহার মর্ম এই যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হজ্জের ছফরে মদীনা ত্যাগ করিয়া উহার নিকটবর্তী "জুল-হোলায়ফা" নামক স্থানে আছর নামায কছর করিয়াছিলেন।

পাঠকবর্গ। আলোচ্য হাদীছের মুল বিষয় তথা মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের ছফর তিন দিনের ভ্রমণ-পথ তথা ৪৮ মাইল হইলে তাহা হারাম। আর দুই দিনের পথ তথা ৩২ মাইল হইলে তাহাও নাজায়েয; এ সম্পর্কে স্পষ্ট হাদীছ (৬৩৩ নং) বিদ্যমান আছে; বরং এক দিনের পথ তথা ১৬ মাইল ছফর করাও মাহরম বা স্বামী ছাড়া মহিলাদের জন্য মোটেই সমীচীন নহে। নিম্নের হাদীছে উহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। এতদ্ভিন নারীদের জন্য মাহরম বা স্বামী ছাড়া সব ছফরই নিষিদ্ধ বলিয়া ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে উল্লেখ রহিয়াছে। হাদীছটি দ্বিতীয় খণ্ডে "নারীদের হজ্জ করা" পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

৫৭৯। **হাদীছঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে মহিলা আল্লার উপর এবং পরকালের দিনের উপর ঈমান রাখে তাহার জন্য হালাল নহে—মাহরম (বা স্বামী) সঙ্গে না থাকা অবস্থায় একদিন এক রাত্রের ভ্রমণ-পথ ছফর করা।

৫৮০। **হাদীছঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে দেখিয়াছি, যখন তাঁহার তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রমের আবশ্যক হইত তখন তিনি (পথিমধ্যে মাগরেবের নামাযের শেষ ওয়াক্তে অবতরণ করিয়া) তিন রাকাত মগরেবের নামায পড়িতেন এবং সামান্য অপেক্ষা করিয়া (এশার নামাযের প্রথম ওয়াক্তে) দুই রাকাত এশার নামায পড়িতেন। এশার নামাযের পর কোন সুন্নত-নফল পড়িতেন না, মধ্যরাত্রে তাহাজ্জুদ পড়িতেন।

৫৮১। **হাদীছঃ**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণাবস্থায় সওয়ারীর উপর আরোহিত থাকিয়া, কেবলার দিক ছাড়াই (ভ্রমণ দিকে) নফল নামায পড়িয়াছেন।

৫৮২। **হাদীছঃ**—ইবনে ওমর (রাঃ) ভ্রমণাবস্থায় সওয়ারীর উপর থাকিয়া ভ্রমণের দিকেই শুধু মাথার ইশারা দ্বারা নফল পড়িতেন এবং নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিতেন।

৫৮৩। **হাদীছঃ**—আমের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে সওয়ারীর উপর ভ্রমণ দিকে শুধু ইশারা করিয়া নফল নামায পড়িতে দেখিয়াছি। কিন্তু তিনি ফরজ নামাযে এরূপ কখনও করিতেন না।

৫৮৪। হাদীছ ঃ—ইবনে ছীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, ছাহাবী আনাছ (রাঃ) সিরিয়া হইতে বছরায় প্রত্যাবর্তনকালে আমরা তাহাকে স্বাগত জানাইতে অগ্রসর হইয়াছিলাম। তঁহাকে দেখিলাম, তিনি তাঁহার সোয়ারী গাধার পিঠে বসিয়া নামায পড়িতেছেন—কেবলার বাম দিক হইয়া। আমি তাঁহাকে বলিলাম, আপনি কেবলা ভিন্ন অন্য দিকে নামায পড়িতেছিলেন—দেখিলাম। তিনি বলিলেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে এরূপ করিতে না দেখিলে আমি এরূপ করিতাম না।

৫৮৫। হাদীছ ঃ—তাবেয়ী হাফ্ছ (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) আমার জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিলেন,আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সাহচর্য্যে রহিয়াছি; তাঁহাকে দেখি নাই, ছফর অবস্থায় সুন্নত-নফল (সর্বদা ও তৎপরতার সহিত) পড়িতে।

মছআলাহ ঃ—ফরজের পূর্বে বা পরে যে সুন্নত-মোয়াক্কাদাহ নামায আছে উহার মধ্যে কছর নাই, কিন্তু ছফর অবস্থায় উহা সুন্নত-মোয়াক্কাদাহ থাকে না; সাধারণ নফল পরিগণিত হয়। সুতরাং উহার জন্য মোটেই কোন তৎপরতার প্রয়োজন হয় না। তদুপরি নফল নামায সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে যে, সোয়ারীতে আরোহিত যাত্রাভিমুখী অবস্থায় মাথার ইশারায় উহা পড়া যাইতে পারে। অতএব ফরজের সহিত সুন্নত পড়ায় লিপ্ত হইয়া নিজের বা সঙ্গীদের ব্যতিব্যস্ততার কারণ হওয়া কিম্বা কাহাকেও অধিক সময় সঙ্কীর্ণতায় পতিত রাখা মোটেই সমীচীন নহে। অবশ্য ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সম্পর্কে বোখারী (রঃ) উল্লেখ করিয়াছেন যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ছফর অবস্থায়ও এই দুই রাকাত পড়িয়া থাকিতেন।

মছআলাহ ঃ—ছফর অবস্থায়, কিন্তু ভ্রমণ নহে—অবস্থানকালে যে কোন সুন্নত-নফল পড়ায় দোষ নাই। হযরত নবী (দঃ) মক্কা বিজয়ের ছফরে মক্কায় প্রবেশ করার পর আট রাকাত চাশ্‌তের নামায পড়িয়াছিলেন। তদ্রূপ ভ্রমণ অবস্থায়ও কাহারও কোন ব্যাঘাত না ঘটে সেরূপভাবে সুন্নত-নফল পড়া যায়। নবী (দঃ) ভ্রমণ অবস্থায় সোয়ারীর উপর চলিতে থাকিয়া নফল নামায পড়িয়া থাকিতেন।

৫৮৬। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভ্রমণবস্থায় জোহর ও আছরের নামায এবং মগরেব ও এশার নামাযকে এক সঙ্গে পড়িতেন।

৫৮৭। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ছফর অবস্থায় মগরের ও এশা এই দুই নামায একত্রে পড়িতেন।

৫৮৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যদি সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করার তথা জোহর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভের পূর্বেই যাত্রা করিতেন তবে তিনি জোহর নামায পড়িতে আছরের সময় পর্য্যন্ত বিলম্ব

করিতেন। তারপর অবতরণ করিয়া উভয় নামায এক সঙ্গেই পড়িতেন। আর যাত্রার পূর্বে সূর্য্য মধ্যাকাশ অতিক্রম করিয়া গেলে যাত্রার পূর্বেই জোহরের নামায পড়িয়া অতঃপর যাত্রা করিতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—ইমামগণ এই সব হাদীছের কার্য্যধারার ব্যাখ্যা দুই প্রকার করিয়াছেন। ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, ইহার অর্থ বস্তুতঃ জোহরকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ আছরের ওয়াক্তে একত্র করা এবং মগরেবকে উহার ওয়াক্তের পরে অর্থাৎ এশার ওয়াক্তে একত্র করা। সফর অবস্থার বিশেষ সুযোগ দানার্থে এরূপ অনুমতি আছে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ) বলেন, এরূপ করিলে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন করা হইবে; আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—ان الصلوة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا

সেই জন্য উক্ত হাদীছের কার্য্যধারা এইরূপ যে—ভ্রমণ অবস্থায় পথিমধ্যে জোহরের নামাযের ব্যবস্থা উহার ওয়াক্তের শেষভাগে করিবে, যেন জোহরের নামায শেষ ওয়াক্তে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে আছরের নামাযেও আছরের ওয়াক্তেই প্রথম ভাগে পড়িয়া লওয়া যায়। মগরেব ও এশার নামাযের ন্যায়ও এইরূপ ব্যবস্থাই অবলম্বন করিবে। যেমন, এই পরিচ্ছেদের ৫৮০নং হাদীছ যাহা এই বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত; উক্ত হাদীছে এরূপ ব্যাখ্যাই স্পষ্ট উল্লেখ হইয়াছে। উক্ত হাদীছ বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর প্রত্যক্ষ আমলও এই ব্যাখ্যানুরূপই ছিল। নেছায়ী শরীফের হাদীছে উহার বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে, মগরেবের নামায উহার ওয়াক্ত থাকিতে—এশার ওয়াক্ত আরম্ভের পূর্বেই পড়িয়াছেন এবং এশার নামায উহার ওয়াক্তে—মগরেবের ওয়াক্ত গেলে পরেই পড়িয়াছেন।

তদুপরি উল্লেখিত ব্যাখ্যা অনুসারে কোরআনের বিধান লঙ্ঘন হয় না, অথচ সুযোগ-সুবিধাও ঠিকমতেই লাভ হয় যে—বারংবার নামাযের ব্যবস্থায় ব্যাপৃত হইতে হইল না। সফর অবস্থায় সকলে একত্রিতরূপে জমাতের সহিত নামাযের ব্যবস্থা করা সহজ ব্যাপার নহে এবং বারংবার ঐরূপ করায় অনেক সময় ব্যয় যাহা ভ্রমণ অবস্থায় ক্ষতিকরও বটে।

৫৮৯। হাদীছ ঃ—এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার অর্শ রোগ ছিল, আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট নামাযের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—প্রথমতঃ নামাযে দাঁড়াইয়া পড়ারই চেষ্টা কর, সম্ভব না হইলে বসিয়া পড়, তাহাও সম্ভব না হইলে শোয়াবাস্থায় পড়।

৫৯০। হাদীছ ঃ—এমরান ইবনে হোসাইন (রাঃ) অর্শ রোগে আক্রান্তছিলেন; তিনি বর্ণনা করিয়াছেন, আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে বসিয়া নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম। হযরত (দঃ) বলিলেল, দাঁড়াইয়া পড়া উত্তম; বসিয়া পড়িলে দাঁড়াইয়া পড়ার অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে, আর শুইয়া পড়িলে বসিয়া পড়ার অর্দ্ধ ছওয়াব হইবে।

ব্যাখ্যা ঃ—দাঁড়াইবার পূর্ণ সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নফল নামায বসিয়া পড়িলে শুদ্ধ হয়, অবশ্য উহাতে অর্দ্ধেক ছওয়াব হয়, কিন্তু দাঁড়াইবার বা বসিবার সামর্থ্য থাকিলে শুইয়া নফল নামাযও শুদ্ধ হয় না। ফরজ নামায দাঁড়াইয়া পড়ার সামর্থ্য না থাকিলে বসিয়া (রুকু সেজদায় সামর্থ্য না হইলে মাথার ইশারায়) শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে, বসিয়া পড়ার সামর্থ্য (অন্যের সাহায্যেও) না থাকিলে শুইয়া পড়িবে তাহাতেও পূর্ণ ছওয়াবই হইবে।

আর এক অবস্থা এই যে, দাঁড়াইয়া পড়ার সাধারণ সামর্থ্য নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে দাঁড়াইয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্য শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে বসিয়া ফরজ বা নফল নামায শুদ্ধ হইবে এবং ছওয়াবও পূর্ণ হইবে। অবশ্য ঐ অবস্থায় যদি অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়া দাঁড়াইয়া নামায পড়ে তবে অধিক কষ্ট স্বীকার করার অধিক ছওয়াব যোগ হইয়া দ্বিগুণে পরিণত হইবে, ফলে ঐ অবস্থায় বসিয়া নামায পড়ার পূর্ণ ছওয়াবই এই দ্বিগুণ ছওয়াবের অর্দ্ধেকে পরিণত হইবে। তদ্রূপই যদি বসিয়া নামায পড়ার সাধারণ সামর্থ্য নাই, হাঁ—এত অধিক কষ্ট করিলে বসিয়া পড়িতে পারে যেরূপ কষ্ট করার জন্য শরীয়ত মানুষকে বাধ্য করে নাই—সে ক্ষেত্রে শুইয়া নামায শুদ্ধ হইবে এবং পূর্ণ ছওয়াবই হইবে; কিন্তু অধিক কষ্ট সহ্য করিয়া বসিয়া পড়িলে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইবে। আলোচ্য হাদীছে এই অবস্থার নামাযই উদ্দেশ্য।

শুইয়া নামায পড়িলে প্রথমতঃ কেবলামুখী কাত হইয়া শোয়ার চেষ্টা করিবে; সেই সামর্থ্য না হইলে কেবলা দিকে পা (সামর্থ্য হইলে হাটু খাড়া রাখিয়া) এবং পূর্ব দিকে মাথা এইভাবে চিত হইয়া শুইবে (ফতহুল-বারী, ২—৪৭০)। কিন্তু রুকু-সেজদা ইশারায় মাথা দ্বারা করিতে হইবে, শুধু চোখের ইশারা করিলে তাহাতে নামায হইবে না।

● বিশিষ্ট তাবেয়ী আ'তা (রঃ) বলিয়াছেন, রোগ ইত্যাদি কোন কারণে কেবলামুখী হওয়ার সামর্থ্য বা সুযোগ মোটেই না থাকিলে যেই দিকমুখী আছে সেই দিকেই নামায পড়িবে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় এইরূপ হয়।

● দাঁড়াইতে সামর্থ্য ব্যক্তি বসিয়া রুকু সেজদার সহিত নামায আদায় করিতেছে; নামাযের মধ্যে দাঁড়াইতে সামর্থ্যবান হইয়া গেল—তাহাকে অবশিষ্ট নামায দাঁড়াইয়া পূর্ণ করিতে হইবে, অন্যথায় তাহার নামায হইবে না। রুকু-সেজদায় অসমর্থ্য ব্যক্তি বসিয়া ইশারায় নামায আদায় করিতেছে, রুকু পূর্বে যদি সে রুকু সেজদায় সামর্থ্যবান হইয়া যায় তবে সে ঐ নামায ভঙ্গ না করিয়াই রুকু সেজদার সহিত উহা পূর্ণ করিবে। আর যদি ইশারায় রুকু আদায় করার পর সামর্থ্যবান হইয়া থাকে তবে সেই নামায ভঙ্গ করিয়া নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায রুকু-সেজদার সহিত আদায় করিতে হইবে। বসার অসামর্থ্য ব্যক্তি শুইয়া নামায পড়িতেছে; এইরূপ ব্যক্তি যে কোন অবস্থায় বসিতে বা দাঁড়াইতে সামর্থ্য হইয়া গেলে তাহাকে নূতন নিয়্যতে পূর্ণ নামায আদায় করিতে হইবে।

তাহাজ্জুদ-নামাযের বিবরণ

তাহাজ্জুদ-নামায সুন্নত, কিন্তু অতি মঙ্গল ও কল্যাণময় নামায। তাহাজ্জুদ নামাযের বৈশিষ্ট্য অগণিত ও অপরিসীম। ইহা আল্লাহ তায়ালার নিকট অত্যন্ত পছন্দীয় এবাদত। ইসলামের প্রথম যুগে এই নামায ফরজ ছিল এবং পরিমাণও নির্দ্ধারিত ছিল—রাত্রের দুই তৃতীয়াংশ বা অর্দ্ধ কিম্বা তৃতীয়াংশ; ইহার কম নহে। পবিত্র কোরআন ২৯ পারা ছুরা মোজাম্মেলে এই আদেশই হয়—

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ○ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ○ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ○

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ○

"হে কমলীওয়ালা। নামাযে দাঁড়াইয়া রাত্রে যাপন কর—রাতের অর্দ্ধ বা হইতে কিছু কম, কিম্বা অর্দ্ধেকে বেশী এবং কোরআন সুস্পষ্ট ও ধীরভাবে পড়িও।"

এই পরিমাণকে পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ রাখাও কম কঠিন নহে, বিশেষতঃ ঘড়ি-ঘন্টাবিহীন যুগে। হযরত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবীগণ সকর্কতা মূলকভাবে রাত্রের অধিক অংশই তাহাজ্জুদে কাটাইয়া দিতেন। এইরূপ কষ্ট ও যত্নের সহিত দীর্ঘ এক বৎসরকাল তাহাজ্জুদে-নামাযের ফরজ কর্তব্য আদায় করিয়া যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা দয়া পরবশ হইয়া বান্দাদের কষ্ট লাঘবের জন্য তাহাজ্জুদ-নামায ফরজ হওয়া রহিত করিয়া দেন এবং উহার নির্দ্ধারিত পরিমাণের বাধ্যবাধকতাও রহিত করিয়া দেন। উল্লেখিত ছুরারই শেষভাগে এই রহিতের বিধান সম্বলিত আয়াত রহিয়াছে; যাহা এক বৎসর পর অবতীর্ণ হইয়াছিল।

তাহাজ্জুদ ফরজ হওয়া রহিতের পরও আল্লাহ তায়ালা তাঁহার অতি আদরের ও সন্তুষ্টির নামায তাহাজ্জুদের প্রতি বান্দাদিগকে আকৃষ্ট ও যত্নবান রাখিবার জন্য স্বীয় রসুলকে সম্বোধন করার মাধ্যমে আদেশবোধক শব্দের সহিত এই আয়াতটি নাযেল করেন—(১৫ পা: ৯ রু:)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ـ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ○

"আর রাত্রের অংশবিশেষ আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন—যাহা (পাঁচ ওয়াক্তের উপর) অতিরিক্ত (নামায); আপনার মঙ্গল ও লাভের জন্য। আশান্বিত থাকুন, আপনার পরওয়ারদেগার আপনাকে "মাকামে-মাহমুদ" দানে গৌরবান্বিত করিবেন।"

আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির সেরা প্রিয়তম হাবীব সর্বশ্রেষ্ঠ রসুলকে মর্য্যাদার সর্বোচ্চ চুড়ামণি "মাকামে মাহমুদ" লাভের আশা দান ক্ষেত্রে তাহাজ্জুদের সাহায্য-গ্রহণ উল্লেখ করিয়াছেন।

বস্তুতঃ পরকালের উন্নতি ও আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভে তাহাজ্জুদের ন্যায় অধিক ফলদায়ক এবাদত আর নাই। তাহাজ্জুদের বৈশিষ্ট বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِىَ اَشَدُّ وَطْأً وَّ اَقْوَمُ قِيْلًا ۔ اِنَّ لَكَ فِى النَّهَارِ سَبْحًا.....

"নিশ্চয় (তাহাজ্জুদের জন্য) রাত্রে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উঠা নফছ বা রিপুকে আল্লাহ পানে বশ করিতে শক্ত প্রতিক্রিয়াবান এবং ঐ সময় মুখের বাক্যও অতি মার্জিত ও ক্রীয়াশীল হয়; (গভীর অন্তর হইতে বাহির হয়, মনের উপর রেখাপাত কর এবং দেহের ও চোখের উপরও ক্রিয়া করে)। দিনের বেলা বিভিন্ন লিপ্ততা থাকে; রাত্রে উহা থাকে না, তাই তখন আল্লার জিকর করতঃ সব কিছু হইতে কাটিয়া এক আল্লাহতে মগ্ন হও (ইহা তখন সহজ)।"

সব চেয়ে বড় কথা এই যে, তাহাজ্জুদের যে সময় তথা রাত্রের শেষ তৃতীয় ভাগ ঐ সময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নূর এবং রহমতের বিশেষ দৃষ্টি বন্দাদের অতি নিকটবর্তী হয় এবং স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গোনাহ মাফ করিবার জন্য, মনোবাঞ্ছা দানের জন্য, দোয়া করার জন্য বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকে (৬০৬ নং হাদীছ)।

এবাদতের জন্য নিশি-রাত্রের নিদ্রাত্যাগীদের প্রশংসায় আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত নাযেল করিয়াছেন। যথা—

تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ.....فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِىَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ...

"আমার বিশিষ্ট বন্দাগণ এইরূপ হন—মধুর নিদ্রা ভঙ্গ করতঃ তাঁহাদের পার্শ্বদেশ শয্যা পরিত্যাগ করে। তখন তাঁহারা স্বীয় প্রভু-পরওয়ারদেগারের হুজুরে অর্চনা-আরাধনায় নিমগ্ন হন আশা এবং ভয়ের মধ্যে। আর আমার দেওয়া ধন হইতে আমার জন্য ব্যয় করেন। অতএব আমি তাঁহাদের জন্য চোখ-জুড়ানো নেয়ামত কি কি এবং কি পরিমাণ রাখিয়া দিয়াছি (মানবীয় দৃষ্টি ও অনুমানের) অন্তরালে—তাহা কাহারও বোধগম্য নহে। (২১ পাঃ ১৫ রুঃ)

اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِىْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۔ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰهُمْ رَبُّهُمْ ۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۔ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۔ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝

"নিশ্চয় খোদাভীরু লোকগণ পরকালে বাগ-বাগিচা ও ঝরণা-ফোয়ারার মধ্যে স্থান লাভ করিবেন; উপভোগ করিতে থাকিবেন অসংখ্য নেয়ামত যাহা তাঁহাদের প্রভু-পরওয়ারদেগার তাঁহাদিগকে দিবেন। তাঁহারা জাগতিক জীবনে নেক্কার ছিলেন, রাত্রের কম অংশই তাঁহারা ঘুমাইতেন। এবং ভোর রাত্রে তাঁহারা তওবা-এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন।" (২৬ পাঃ ১৮ রুঃ)

اَلصّٰبِرِيْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالْقٰنِتِيْنَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَالْمُسْتَغْفِرِيْنَ بِالْاَسْحَارِ

"বেহেশতের অধিকারী খোদাভীরু লোকদের পরিচয়—তাঁহারা ধৈর্য্যশীল সহিষ্ণু সৎ ও খাঁটী এবং এবাদত-বন্দেগীরত ও নেক কাজে ব্যয়কারী হন। আর তাঁহারা শেষ রাত্রে তওবা-এস্তেগফার—ক্ষমা প্রার্থনায় লিপ্ত হন।" (৩ পাঃ ১০ রুঃ)

হযরত রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট তাহাজ্জুদ নামায অত্যন্ত পছন্দনীয় নামায ছিল। হযরত (দঃ) শেষ জীবন পর্য্যন্ত ভ্রমণ বা সফর অবস্থায়ও এই নামাযের প্রতি তৎপর ছিলেন। হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ-নামায এত দীর্ঘ ও অধিক পড়িতেন যে তাঁহার পা-দ্বয় ফুলিয়া যাইত; কোন সময় ফাটিয়াও যাইত। মোসলেম শরীফ হাদীছ আছে—নবী (দঃ) বলিয়াছেন, ফরজের পর সর্বাধিক ফজিলতের নামায তাহাজ্জুদ নামায (শামী, ১—৬৪০)।

৫৯১। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া প্রথমে এই দো'য়া পড়িতেন—

اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قَيِّمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ مَلِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ - وَلِقَاءُكَ حَقٌّ - وَقَوْلُكَ حَقٌّ - وَالْجَنَّةُ حَقٌّ - وَالنَّارُ حَقٌّ - وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ - وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ - وَالسَّاعَةُ حَقٌّ - اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَاِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْلِىْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ وَمَا اَسْرَرْتُ وَمَا اَعْلَنْتُ اَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ -

● তাহাজ্জুদের সময় নবী (দঃ) বিশেষরূপে মেছওয়াক করিতেন। (১৫৬ পৃঃ ১৭৬ হাঃ)

৫৯২। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের যমানায় যে কোন ব্যক্তি কোনও স্বপ্ন দেখিলে তাহা হযরতের নিকট বয়ান করিত। আমার অন্তরে সর্বদাই এই আকাঙ্খা ছিল যে, আমি যেন কোন স্বপ্ন

দেখি এবং উহা হযরতের নিকট বয়ান করিতে পারি। আমি যুবক ছিলাম, আমার কোন সংসার ছিল না; আমি মসজিদে ঘুমাইতাম। একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম—আমার হাতে যেন একটি রেশমী কাপড়ের টুকরা, আমি বেহেশতের যে কোন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করি ঐ রেশমী কাপড়ের টুকরাটি আমাকে লইয়া উড়িয়া যায়। আমি আরও দেখিলাম, যেন, দুই জন ফেরেশতা আমাকে ধরিয়া দোযখের নিকট লইয়া গেলেন। আমি দেখিলাম—দোযখ অতি গভীর, চতুপার্শ্বে ঘেরাও করা কূপের ন্যায় এবং উহার দুই দিকে দুইটি খুঁটিবিশেষ আছে। উহার মধ্যে কতিপয় মানুষ দেখিতে পাইলাম যাহাদিগকে আমি চিনি। তখন আমি বলিতে লাগিলাম—اعوذ بالله من النار "আমি দোযখ হইতে আল্লার আশ্রয় প্রার্থনা করি।" পরে তৃতীয় এক ফেরেশতার সাক্ষাৎ হইল, তিনি বলিলেন, আপনি ভীত হইবেন না।

আমি এই স্বপ্ন (আমার ভগ্নি হযরতের বিবি) হাফছাহ রাজিয়াল্লাহু আনহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। তিনি উহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বয়ান করিলেন। হযরত (দঃ) বলিলেন, আবদুল্লাহ অতি ভাল লোক; যদি সে তাহাজ্জুদ-নামাযের অভ্যস্ত হয় (তবে আরও অধিক উত্তম গণ্য হইবে)। এই ঘটনার পর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খুব কম সময়ই ঘুমাইতেন; অধিকাংশ রাত্র তাহাজ্জুদ-নামাযেই কাটাইতেন।

তাহাজ্জুদের প্রতি লোকদিগকে আগ্রহান্বিত করা চাই

৫৯৩। হাদীছ:—আলী (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা অধিক রাত্রিকালে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতেমা (রাঃ) ও জামাতা আলী রাজিয়াল্লাহু আনহুর নিকট তশরীফ আনিলেন এবং তাহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা তাহাজ্জুদ পড় না? আলী (রাঃ) বলেন—আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমার আত্মা আল্লাহ তায়ালার হাতে; তিনি যখন ইচ্ছা করিবেন তখন আমাদিগকে জাগাইয়া দিবেন। এই উত্তর শুনিয়া নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আর কোন প্রতিউত্তর না করিয়া চলিয়া গেল এবং চলিয়া যাওয়াকালীন অনুতপ্ত হইয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন—وكان الانسان اكثر شيئ جدلا "মানুষ বড়ই তর্কবাজ।"

৫৯৪। হাদীছ:—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এ'তেকাফ অবস্থায় একদা রাত্রে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম মসজিদে নামায আরম্ভ করিলেন, কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার নামাযে শামিল হইল। ভোর হইলে লোকগণ এই নামাযের আলোচনা করিল, ফলে দ্বিতীয় রাত্রেও রসুলুল্লাহ (দঃ) নামায পড়িলেন তখন অধিক লোক সমবেত হইল। আজও ভোর হইলে পর লোকদের মধ্যে আলোচনা হইল, ফলে তৃতীয় রাত্রে আরও অধিক লোকের সমাগম হইল এবং তাহারা হযরতের নামাযে শামিল হইয়া নামায

পড়িল। চতুর্থ রাত্রে অধিক লোকের সমাগম হইল যে, মসজিদে লোকের সঙ্কুলান হয় না। এই রাত্রে হযরত (দঃ) নামাযের জন্য আত্মপ্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিলেন; ফজরের নামাযের জন্যই এতেকাফ খানা হইতে বাহির হইলেন। ফজর নামায শেষে হযরত (দঃ) লোকদের মুখী হইলেন এবং ভাষণের আরম্ভে কলেমা শাহাদত পড়িয়া বলিলেন, অতঃপর—তোমাদের সমবেত হওয়া আমি অবগত ছিলাম, তোমাদের আগ্রহ ও উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত ছিল না। আমার আত্মপ্রকাশ করায় ইহাই একমাত্র বাধা ছিল যে, আমি আশঙ্কা করিয়াছি, তাহাজ্জুদ-নামায ফরজ করিয়া দেওয়া হয় নাকি! তখন তোমরা সর্বদা উহার পাবন্দী করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িবে; (ফরজ হইলে ত সর্বদা পাবন্দী করা অপরিহার্য্য হইবে।) এই ঘটনা রমজান শরীফে ঘটিয়াছিল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—তাহাজ্জুদ নামায আল্লাহ তায়ালার অতি পছন্দনীয় নামায; পূর্বে উহা ফরজই ছিল। মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য আল্লাহ তায়ালা ইহার ফরজ হওয়া রহিত করিয়াছিলেন। এখন সেই লোকদেরই এই অপূর্ব আগ্রহ এবং তৎপরতার পরিপ্রেক্ষিতে হয়ত আল্লাহ তায়ালা পুনঃ তাঁহার পছন্দনীয় তাহাজ্জুদকে ফরজ করিয়া দিতে পারেন, ফলে পরবর্তী লোকদের জন্য অধিক কষ্টের কারণ হইবে। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) উহার তৎপরতাকে অহী অবতীর্ণের সময়ে বারণ করিয়াছেন। হযরতের পরে ওহী চিরতরে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। নূতনভাবে কিছু ফরজ হওয়ার অবকাশ থাকে না।

রসুলুল্লাহ (দঃ) কত বেশী তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৫৯৫। **হাদীছ :**—মুগীরা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামাযে অধিক দাঁড়াইয়া থাকায় তাঁহার পা-দ্বয় ফুলিয়া যাইত (আয়েশা রাজিয়ালাহু তায়ালা আনহার বর্ণনায় আছে—পদদ্বয় ফাটিয়া যাইত। এই বিষয় তাঁহাকে কিছু বলা হইলে তিনি এই উত্তর দিতেন, আমি কি আল্লার শোকর-গোজার—কৃতজ্ঞতা পালনকারী বন্দা হইব না?

৫৯৬। **হাদীছ :**—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু অলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আল্লার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায দাউদ আলাইহেচ্ছালামের নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা দাউদ আলাইহেচ্ছালামের রোযা। দাউদ (আঃ) প্রথমে অর্দ্ধ রাত্রি ঘুমাইতেন, অতঃপর এক তৃতীয়াংশ নামায পড়িতেন, তারপর বাকি ষষ্ঠাংশ পুনরায় ঘুমাইতেন এবং একদিন রোযা রাখিতেন আর একদিন আহার করিতেন। (ইহাতে তাঁহার দৈহিক শক্তি অটুট থাকিত;) তিনি জেহাদে দৃঢ় থাকিতেন—পশ্চাদপদ হইতেন না।

৫৯৭। **হাদীছ :**—মসরুক (রঃ) আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কেমন আমলকে অধিক পছন্দ করিতেন? তিনি বলিলেন, যে আমল

সর্বদা করা যায়। তারপর জিজ্ঞাসা করিলেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের জন্য কোন সময় নিদ্রা হইতে উঠিতেন? তিনি উত্তর করিলেন, মোরগের (প্রথম) বাঁগের সময়।

তাহাজ্জুদ-নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়া

৫৯৮। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে তাহাজ্জুদের নামায আরম্ভ করিলাম। তিনি নামাযের মধ্যে (দীর্ঘ কেরাত পড়িতে) এত অধিক সময় দাঁড়াইয়া রহিলেন যে, আমার এই অশুভ ইচ্ছা উদিত হইতে লাগিল যে, আমি তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বসিয়া পড়ি।

নবী (দঃ) কত রাকাত তাহাজ্জুদ পড়িতেন?

৫৯৯। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বেতের ও ফজরের সুন্নত সহ) তাহাজ্জুদের নামায তের রাকাত পড়িতেন।

৬০০। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বেতের সহ) তাহাজ্জুদের নামায সাত রাকাত, নয় রাকাত বা এগার রাকাত পড়িতেন; ইহা ফজরের সুন্নত দুই রাকাত ব্যতীত (উহা সহ মোট তের রাকাত হইত।)

৬০১। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদের জন্য উঠিয়া সর্বমোট) তের রাকাত নামায পড়িতেন; বেতের এবং ফজরের দুই রাকাত সুন্নত ইহারই মধ্যে শামিল।

ব্যাখ্যা ঃ—রসুলুল্লাহ (দঃ) সাধারণতঃ মূল তাহাজ্জুদ নামায আট রাকাত পড়িতেন—উহা অনেক লম্বা হইত যেমন ৫৯৮নং হাদীছে বর্ণিত হইয়াছে। রুকু-তেজদাও দীর্ঘ হইত যেমন ৫৪১নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে। এইরূপ দীর্ঘ রাকাত এবং রুকুর কারণেই হযরতের পা' ফুলিয়া ফাটিয়া যাইত। এই আট রাকাতের পর বেতের তিন রাকাত পড়িতেন—মোট এগার রাকাত হইল; ৫৪৯নং হাদীছে এই সংখ্যাই উল্লেখ আছে। ফজরের দুই রাকাত সুন্নতও এর পরেই পড়িতেন—মোট তের রাকাত হইল; ৫৯৯নং হাদীছে ইহারই উল্লেখ হইয়াছে; আলোচ্য হাদীছে তের সংখ্যার এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন বেতের নামায সংলগ্নে দুই রাকাত নফল নামায বসিয়া পড়িতেন; ৬১৪নং হাদীছ দ্রষ্টব্য—মোট পনর রাকাত হইল। মোসলেম শরীফে আয়েশা (রাঃ) ও আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীছে সুদীর্ঘ নামাযের প্রথমে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়ারও উল্লেখ আছে; সেমতে সর্বমোট সতর রাকাত হইল। কোন কোন সময় মূল তাহাজ্জুদ চার রাকাত ছয় রাকাতও পড়িতেন; বার্দ্ধক্য বা অসুস্থতার দরুন অবসাদ অনুভবে এইরূপ করিতেন। কোন সময় নবী (দঃ) একই রাত্রে একাধিক বারও তাহাজ্জুদ পড়িয়াছেন।

৬০২। হাদীছ ঃ— আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম কোন মাসে একাধারে বে-রোযা দিন কাটাইতেন; আমরা ধারণা করিলাম, এই

মাসে তিরি রোযা রাখিবেন না (কিন্তু শেষে রোযা রাখিতেন)। কোন মাসে একাধারে রোযা রাখিতে থাকিতেন; আমরা ধারণা করিতাম, এই মাসে বে-রোযা থাকিতেন না, (শেষে বে-রোযাও হইতেন।) এবং তাঁহাকে রাত্রিকালে (ভিন্ন ভিন্ন সময়ে) নিদ্রিতও দেখা যাইত, নামায পড়িতেও দেখা যাইত।

তাহাজ্জুদের পর নিদ্রা যাওয়া

৬০৩। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) আমার গৃহে থাকার প্রতি দিনই দেখিয়াছি, তিনি রাত্রের শেষ অংশে নিদ্রা যাইতেন। (১৫২ পৃঃ)

ব্যাখ্যা ঃ—তাহাজ্জুদের পর ফজরের নামাযের পূর্বে একটু সময় নিদ্রা গেলে শরীরের অবসাদ দূর হয়; হযরত (দঃ) অনেক সময় তাহা করিতেন। তবে ফজরের জমাতে কোন-রূপ ব্যাঘাত না ঘটে সেই লক্ষ্য ও ব্যবস্থা অবশ্যই রাখিতে হইবে। কোন সময় হযরত (দঃ) স্বীয় বিবির সহিত কথাবার্তায়ও এই সময়টুকু কাটাইতেন। (৬১৫নং হাদীছ দ্রষ্টব্য)

রমযান মাসে হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ পড়িয়া সেহেরী খাইতেন, তৎপর না ঘুমাইয়া অনতিবিলম্বেই ফজর নামায পড়িতেন—৩৫৪নং হাদীছে বর্ণনা রহিয়াছে।

তাহাজ্জুদ না পড়িলে শয়তানের কু-মন্ত্র ক্রিয়া করে

৬০৪। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নিদ্রিত ব্যক্তির ঘাড়ের উপর শয়তান এই মন্ত্র পড়িয়া তিনটি গিরা লাগায়—عليك ليل طويل فارقد এখনও রাত্রি অনেক বাকী আছে, তুমি নিদ্রায় থাক।

প্রত্যেকটি গিরা লাগাইবার সময় উক্ত মন্ত্র পড়িয়া থাকে। যদি ঐ ব্যক্তি রাত্রে জাগ্রত হইয়া আল্লার নাম উচ্চারণ করে তবে একটি গিরা খুলিয়া যায়। অতঃপর যদি সে অজু করে তবে আর একটি গিরা খুলিয়া যায়, তারপর যদি নামায পড়ে তবে অবশিষ্ট গিরাটিও খুলিয়া যায় এবং হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে, পুলকিত মনে ও আনন্দের সহিত তাহার ভোর হয়। নতুবা কলুষিত অবস্থায় তাহার ভোর হয়।

● যাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাক ইয়াদ ও হেফজের দৌলত দান করিয়াছেন তাহাদের বিশেষ কর্তব্য তাহাজ্জুদ পড়া এবং তাহাজ্জুদে কোরআন তেলাওয়াত করা। অন্যথায় যদি তাহারা বিভিন্ন বড় গোনাহের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হয় তবে সেই সঙ্গে তাহাজ্জুদ না পড়ারও এক বিশেষ আজাব তাহাদের উপর হইবে যে—কবরের মধ্যে একটি পাথরের আঘাতে তাহাদের মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে থাকিবে। এই তথ্য সুদীর্ঘ হাদীছের অংশবিশেষ হাদীছটি কবরের আজাব পরিচ্ছেদে অনুদিত হইবে।

যে ব্যক্তি সারারাত্র নিদ্রামগ্ন থাকে শয়তান তাহার কানে প্রস্রাব করে

৬০৫। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে এক ব্যক্তির আলোচনা হইল। একজন তাহার প্রতি অভিযোগ

করিল, সে সারারাত্র নিদ্রায় কাটাইয়াছে, নামাযের জন্য জাগ্রত হয় নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, শয়তান তাহার কানে প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে।

শেষ রাত্রে নামায পড়া ও দোয়া করা

كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝

অর্থ—আল্লাহ তায়ালা (বেহেশত লাভকারী মোত্তাকীগণের বিশেষ গুণ বর্ণনায়) বলিয়াছেনন—"তাঁহারা রাত্রে অতি কম নিদ্রা যাইয়া থাকিত এবং শেষ রাত্রে তাঁহারা গোনাহের ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ফরিয়াদ করিয়া থাকিত।" (২৬ পাঃ ১৮ রুঃ)

৬০৬। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক রাত্রেই যখন উহার শেষ তৃতীয়াংশ বাকী থাকিয়া যায় তখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা (আল্লাহ তায়ালা বন্দাদের অতি নিকটবর্তী হন, এমনকি জমিনের) সর্বাধিক নিকটস্থ আসমানে তাঁহার অবতরণ তথা বিশেষ তাজাল্লী হয় (যাহা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে অন্য কোন সময় হয় না।) স্বয়ং তিনি স্বীয় বন্দাদিগকে ডাকিতে থাকেন এবং ঘোষণাযুক্ত এই আহ্বান জানাইতে থাকেন—

مَنْ يَّدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ـ

"কে আমাকে ডাকিবে? আমি তাহার ডাকে সাড়া দিব। কে আমার নিকট প্রার্থী হইবে? আমি তাহাকে দান করিব। কে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে? আমি তাহাকে ক্ষমা করিব।"

ব্যাখ্যা ঃ—প্রত্যেক ক্রিয়াপদের আকার, রূপ ও কৌশল প্রণালীর ধরণ ও রকম উহার কর্তাপদের উপযোগী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াই অবধারিত। এখানে ক্রিয়াপদ হইল ينزل অর্থ অবতরণ করা, কর্তাপদ হইল ربنا অর্থ পালনকর্তা আল্লাহ তায়ালা। আল্লাহ তায়ালা নিরাকার, নিরাধার, অতুলন; তাই তাঁহার সঙ্গে যে ক্রিয়াপদের সম্পর্ক হইবে সেই ক্রিয়াপদও অনুরূপই হইবে।

ইমাম মালেক (রঃ) এ বিষয়ে বলিয়াছেন—উঠা, বসা, অবতরণ করা ইত্যাদি ক্রিয়াপদ যখন আল্লাহ তায়ালার সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবে, তখন লক্ষ্য রাখা আবশ্যক যে, এসব ক্রিয়াপদের মূল অর্থ সুস্পষ্ট, কিন্তু নিরাকার নিরাধার অতুলন কর্তাপদের সংযোগ হিসাবে উহার ধরণ ও রকম অবোধ্য; এই বিষয়ে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসাবাদ বা আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক অবৈধ।

তাই মোসলমানগণ যেরূপ নিরাকার নিরাধার অতুলন আল্লাহ তায়ালার প্রতি ঈমান রাখিয়া থাকে, তদ্রুপ এসব ক্রিয়াপদও যখন কোরআন বা হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইবে তখন এই সবের প্রতিও অনুরূপ ঈমান রাখা মোসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য হইবে।

তাহাজ্জুদ নামাযের সময় শেষ রাত্রে

৬০৭। **হাদীছ ঃ**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রের প্রথম দিকে ঘুমাইতেন এবং শেষের দিকে তাহাজ্জুদ পড়িতেন, তারপর বিছানায় আসিতেন। (কোন দিন এইরূপ হইত যে, ঐ সময় হযরত (দঃ) স্ত্রী ব্যবহার করিতেন, অতএব) মোয়াজ্জেন ফজরের আজান দেওয়ার সাথে সাথে হযরত (দঃ) উঠিয়া যাইতেন এবং গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল করিতেন, নতুবা শুধু অজু করিয়াই নামাযের জন্য যাইতেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায সমাপ্তের পর ফজরের জমাতে যাওয়া পর্য্যন্ত মধ্যবর্তী সময়টুকুতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কার্য্যক্রম তাঁহার শারীরিক অবস্থা, রাত্রের ঠাণ্ডা-গরম, নিদ্রা-অনিদ্রা এবং ছোট-বড় ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ছিল। অধিকাংশ সময় হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে ছাদেকের পূর্ব-মুহূর্তে সমাপ্ত করিতেন এবং ফজরের আজান হইলে পরই ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত পড়িতেন ; আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৩৮১ ও ৬১৮ নং হাদীছে এবং আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত ৬২৫নং হাদীছে ইহাই উল্লেখ হইয়াছে। অতঃপর সাধারণতঃ গৃহিণী জাগ্রত থাকিলে বসা বা ডান কাতে শায়িত অবস্থায় তাঁহার সহিত কথাবার্তায় সময় কাটাইতেন, নতুবা ডান কাতের উপর আরাম করিতেন। আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬১৫নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। অনেক সময় এই অবকাশে হযরত (দঃ) নিদ্রাও যাইতেন ; আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত ৬০৩নং হাদীছে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। কদাচিত হযরত (দঃ) এই সময় স্ত্রী-ব্যবহারও করিতেন ; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহার উল্লেখ হইয়াছে। সময়ে এরূপও হইয়াছে যে, হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের নামায ছোবহে-সাদেক নিকটবর্তী হওয়ার পূর্বেই সমাপ্ত করিয়াছেন এবং ফজরের ছুন্নত পড়ার পূর্বেই গভীর নিদ্রারত হইয়াছেন, অতঃপর ফজরের আজান দেওয়ার পর মোয়াজ্জেন হযরত (দঃ)কে নিদ্রা হইতে উঠিয়া ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত পড়িয়া জমাতের জন্য গিয়াছেন ; ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত ১০৯নং হাদীছে ইহার বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে। নিদ্রার পরে ফজরের নামাযের জন্য কোন কোন সময় হযরত (দঃ) পুনঃ নূতন অজু করা ব্যতিরেকে নিদ্রার পূর্বের অজু দ্বারাই ফজর নামায পড়িতেন। কারণ, নবীদের নিদ্রায় অজু ভঙ্গ হয় না : ১০৯ নং হাদীছে ইহার স্পষ্ট বর্ণনা রহিয়াছে। কোন কোন সময় নিদ্রার পর ফজরের নামাযের জন্য নূতন অজু করিতেন, আর গোসলের প্রয়োজন থাকিলে গোসল অবশ্যই করিতেন ; আলোচ্য ৬০৭নং হাদীছে ইহারই উল্লেখ আছে। রমজানের সময় হযরত (দঃ) তাহাজ্জুদ ও বেতের হইতে অবসর হইয়া শেষ সময়ে সেহরী খাইতেন এবং সেহরী খাওয়ার অল্প পরেই ফজরের নামাযে যাইতেন ; আনাছ (রাঃ) বর্ণিত ৬৫৪ নং হাদীছে ইহার বর্ণনা রহিয়াছে।

মছআলাহ ঃ—তাহাজ্জুদ নামাযের সময় সাধারণতঃ শেষ রাত্রেই বটে, কিন্তু শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়ার সামর্থ্য বা ভরসা না থাকিলে এশার নামাযের পরে বেতেরের পূর্বে কিছু নফল পড়িবে ; এই নফল পড়িলে তাহাজ্জুদের ফজিলত হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইবে না।

মছআলাহ ঃ—কোন দিন শেষ রাত্রে তাহাজ্জুদ ছুটিয়া গেলে সূর্য্য উদয়ের পর জোহর নামাযের পূর্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে তাহাজ্জুদের কাজা স্বরূপ স্বীয় অভ্যাসের পরিমাণে এবং অভ্যাস পরিমাণ কেরাতে নফলের নিয়্যতে নামায পড়িয়া নিবে ; আশা করা যায় এই নামায তাহার অভ্যস্ত তাহাজ্জুদের সমতুল্য পরিগণিত হইবে। (এলাউস সুনান ৭—৭৮)

রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান শরীফেও তাহাজ্জুদ পড়িতেন

৬০৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হইল—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রমজান শরীফের রাত্রে নামায কিরূপ পড়িতেন ? আয়েশা (রাঃ) উত্তর করিলেন, তিনি রমজান শরীফে এবং রমজান ছাড়া অন্য সময়ে (শেষ রাত্রে) এগার রাকাতের বেশী পড়িতেন না। প্রথম ধাপে (দুই দুই রাকাত করিয়া) চার রাকাত পড়িতেন যাহা বর্ণনাতীত সুন্দর ও লম্বা হইত। তারপর আবার (ঐরূপেই) চার রাকাত পড়িতেন, তারপর তিন রাকাত (বেতের) পড়িতেন। আয়েশা (রাঃ) বলেন—একদা আমি তাঁহার খেদমতে আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি বেতের না পড়িয়া শুইয়া পড়েন ? হযরত (দঃ) বলিলেন, আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রামগ্ন হয়, কিন্তু কাল্‌ব (দিল) জাগ্রতই থাকে।

● ঐ সময় জমাতের সহিত নিয়মিতরূপে তারাবীহ পড়া হইত না। তাই রসুলুল্লাহ (দঃ) রমজান শরীফেও বেতের নামায তাহাজ্জুদের সঙ্গেই পড়িতেন।

পাঠকবৃন্দ! লক্ষ্য রাখিবেন, বোখারী (রঃ) আলোচ্য হাদীছকেও তাহাজ্জুদ নামায সম্পর্কে সাব্যস্ত করিয়াছেন। বস্তুতঃই এই হাদীছ তারাবীহ সম্পর্কে সাব্যস্ত নহে। কারণ, ইহাতে রমজান ও রমজান ছাড়া—উভয়েরই উল্লেখ হইয়াছে। অর্থাৎ অত্র হাদীছে এইরূপ নামাযের বর্ণনা করা হইয়াছে যে নামায রমজান ছাড়াও পড়া হয়। অতএব এই হাদীছের উদ্দেশ্য তারাবীর নামায হইতে পারে না ; উহা রমজান ব্যতীত পড়া হয় না। হাঁ—তাহাজ্জুদ নামায উভয় সময়ে পড়া হয়, সুতরাং ইহাই এই হাদীছের উদ্দেশ্য এবং উহারই সংখ্যা আট রাকাত বলা হইয়াছে।

৬০৯। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি কখনও রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে তাহাজ্জুদের নামাযে বসিয়া কেরাত পড়িতে দেখি নাই। অবশ্য বার্দ্ধক্যে পতিত হওয়ার পর হযরত (দঃ) বসিয়া কেরাত পড়া আরম্ভ করিতেন, কিন্তু যখন ত্রিশ-চল্লিশ আয়াত বাকি থাকিত তখন দাঁড়াইয়া যাইতেন এবং উহা পড়িয়া রুকু করিতেন।

প্রত্যেক অজুর পরে নামায পড়ার ফজিলত

৬১০। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের নামাযান্তে বেলাল (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বেলাল! বল ত, তোমার নিকট সর্বাধিক আশার যোগ্য আমল কি আছে? আমি বেহেশতে আমার আগে তোমার পদ চালনার শব্দ শুনিতে পাইয়াছি। বেলাল (রাঃ) আরজ করিলেন, ঐরূপ আমল আমার ধারণায় এই যে, আমি রাত্রে বা দিনে যে কোন সময় অজু করি তখনই ভাগ্যানুরূপ কিছু নামায পড়িয়া থাকি।

নফল এবাদতে প্রাবল্য ও কঠোরতা অবলম্বন করিবে না

৬১১। **হাদীছ ঃ**—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নিজ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া একটি রশি টাঙ্গানো দেখিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এই রশি এখানে টাঙ্গানো কেন? সকলেই উত্তর করিল, যয়নব (রাঃ) ইহা টাঙ্গাইয়াছেন; তিনি নামায পড়িতে পড়িতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়েন তখন উহার সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতদশ্রবণে নবী (দঃ) বলিলেন, এরূপ করার কোনই প্রয়োজন নাই; রশি খুলিয়া ফেল। প্রত্যেকের উচিৎ, যতক্ষণ মনের প্রফুল্লতা থাকে, ততক্ষণ (নফল) নামায পড়িতে থাকা। যখন ক্লান্তি বোধ হয় তখন বিশ্রাম লইবে। (এখানে ৩৯ নং হাদীছও উল্লেখ আছে।)

তাহাজ্জুদ পড়ার অভ্যাস ত্যাগ করা চাই না

৬১২। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে আম্র (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে বলিলেন, হে আবদুল্লাহ! অমুক ব্যক্তির ন্যায় কখনও হইও না; সে তাহাজ্জুদ পড়িয়া থাকিত, কিন্তু এখন ছাড়িয়া দিয়াছে।

রাত্রিবেলা নিদ্রা ভঙ্গ হইলে বা নিদ্রা না আসিলে নামায পড়া

৬১৩। **হাদীছ ঃ**—ওবাদাহ্ ইবনে ছামেৎ (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, যে ব্যক্তি রাত্রে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে এই দোয়া পড়িবে—

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ অতঃপর বলিবে "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ"

(ঐ ব্যক্তির সমস্ত গোনাহ মাফ হইয়া সে মায়ের গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিনের ন্যায় পাক-সাফ হইয়া যাইবে। ফতহুল বারী, ৩—৩১)। আর ঐ সময় যে কোন দোয়া

করিলে তাহার দোয়া কবুল হইবে। তারপর অজু করিয়া নামায পড়িলে তাহার নামায বিশেষ ভাবে কবুল ও আল্লাহ তায়ালার দরবারে গৃহীত হইবে।

বেতেরের পর দুই রাকাত নামায বসিয়া পড়া এবং ফজরের সুন্নত না ছাড়া

৬১৪। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী (দঃ) এশার নামায ছাড়া রাত্রি বেলা আরও নামায পড়িয়াছেন। (তাহাজ্জুদ) আট রাকাত নামায পড়িয়াছেন, (অতঃপর বেতের তিন রাকাত পড়িয়া—ফতহুল বারী, ৩—৩৩) দুই রাকাত (নফল) বসিয়া পড়িয়াছেন। ফজরের আজানের পর একামতের পূর্বে দুই রাকাত (ফজরের সুন্নত) পড়িয়াছেন এবং এই রাকাতদ্বয় কখনও ছাড়িতেন না।

ফজরের সুন্নতের পরে কথাবার্তা বলা বা আরাম করা

৬১৫। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফজরের সুন্নত পড়ার পর যদি আমি জাগ্রত থাকিতাম তবে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন, নচেৎ ডান পার্শ্বের উপর কাত হইয়া থাকিতেন—নামাযের জামাতে যাওয়ার সংবাদ আসা পর্য্যন্ত।*

এস্তেখারার নামায

বিশেষ কোন কাজ উপলক্ষে উহা আরম্ভ করার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িয়া আল্লার প্রতি ধ্যান ও একাগ্রতার সহিত নিম্নে বর্ণিত দোয়াটি উহার অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পড়িবে। তারপর উক্ত কার্য্য ধার্য্য করা বা না-করা যাহার প্রতিই অন্তরের আকর্ষণ সৃষ্টি হইবে উহাতেই খায়ের-বরকত হইবে এবং এই ব্যবস্থা অবলম্বন করাকেই "এস্তেখারাহ" বলা হয়। এস্তেখারাহ শব্দের অর্থ আল্লার নিকট কার্য্যের ভাল দিক প্রার্থনা করা।

৬১৬। হাদীছ ঃ— জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে প্রত্যেক কার্য্যে এস্তেখারাহ করার বিশেষ তাকিদ করিতেন এবং বিশেষ তৎপরতার সহিত এস্তেখারার নিয়ম শিক্ষা দিতেন, যেরূপ পবিত্র কোরআনের ছুরাসমূহ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলিতেন, যখন তোমাদের কেহ কোন কাজের প্রতি

---

* এই হাদীছে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয় যে, ফজরের দুই রাকাত সুন্নত পড়িয়া ডান কাতের উপর শোয়া ইহা নির্দ্ধারিত সুন্নত তারিকা নহে। কারণ, ইহা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নির্দিষ্ট অভ্যাস ছিল না। ৬০৭ নং হাদীছের বিশেষ দ্রষ্টব্যেও এ ক্ষেত্রে হযরতের বিভিন্ন রকম কার্য্যক্রম প্রমাণ করা হইয়াছে। সুতরাং শুধুমাত্র শোয়া কার্য্যকে নিয়মিতরূপে অবলম্বন করা সুন্নত তরিকা গণ্য হইবে না। বিশেষতঃ মসজিদে ঐরূপ শোয়া মোটেই সুন্নত তরিকা নহে। রসুলুল্লাহ (দঃ) মসজিদে ঐরূপ শুইয়াছেন এরূপ একটি ঘটনাও প্রমাণিত নাই।

অগ্রসর হইতে চায় তখন তাহার অবশ্য কর্তব্য এই—প্রথমে দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে, অতঃপর এই দোয়া পড়িবে—

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَاَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ
الْعَظِيْمِ فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ
اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَيْرٌ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ
اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ فَاقْدُرْهُ لِىْ وَيَسِّرْهُ لِىْ ثُمَّ بَارِكْ لِىْ فِيْهِ وَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ
اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ شَرٌّ لِّىْ فِىْ دِيْنِىْ وَمَعَاشِىْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِىْ وَعَاجِلِهٖ وَاٰجِلِهٖ
فَاصْرِفْهُ عَنِّىْ وَاصْرِفْنِىْ عَنْهُ وَاقْدُرْ لِىَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ اَرْضِنِىْ بِهٖ ○

দুই স্থানে "هٰذَا الْاَمْرَ" উচ্চারণের সময় স্বীয় উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিবে।

দোয়াটির অর্থ—হে আল্লাহ। তুমি যাহা ভাল বলিয়া জান উহাই আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করি এবং তোমার কুদরত ও শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করি এবং তোমার মেহেরবানীর কিছু অংশ ভিক্ষা চাই। নিশ্চয় তুমি সর্বশক্তিমান, আমার কোন শক্তি নাই, ভাল-মন্দ একমাত্র তুমিই জান, তুমিই সব গোপন অদৃশ্য বিষয়বস্তু ভালরূপে জান, আমি কিছুই জানি না।

হে আল্লাহ। তুমি যদি জান যে, এই কাজটি আমার জন্য দ্বীনের দিক দিয়া, দুনিয়ার দিক দিয়া ও শেষ ফলের দিক দিয়া এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় কালের জন্যই ভাল হইবে তবে এই কার্য্যটি সমাধা হওয়া আমার জন্য ধার্য্য করিয়া দাও এবং ইহাকে আমার জন্য সহজ করিয়া দাও এবং ইহার মধ্যে আমাকে বরকত—মঙ্গল দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এই কাজটি আমার জন্য দ্বীন-দুনিয়া, শেষ ফল এবং ইহকালের ও পরকালের দিক দিয়া ভাল নয় তবে এই কাজকে আমার হইতে দূরে রাখ, আমাকেও ইহা হইতে দূরে রাখ এবং যে স্থানের যাহা আমার জন্য ভাল হয় উহাকেই আমার জন্য নির্দ্ধারিত কর, অতঃপর উহার উপরই আমাকে সন্তুষ্ট রাখ।

ফজরের সুন্নতের প্রতি বিশেষ তৎপরতা

৬১৭। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরজ অন্য নামাযের মধ্যে ফজরের দুই রাকাত সুন্নতের প্রতি সর্বাধিক তৎপর ছিলেন।

ফজরের সুন্নতে কেরাত কিরূপ?

৬১৮। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম রাত্রে (তাহাজ্জুদ ও বেতের) তের রাকাত নামায পড়িতেন, তারপর ফজরের আজান শুনিলে দুই রাকাত সংক্ষিপ্ত নামায পড়িতেন। (উহাতে ছুরা কুলইয়া এবং কুলহু আল্লাহু পড়িতেন। মোসলেম শরীফ)

৬১৯। হাদীছ ঃ— আনাছ ইবনে সীরীন (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিলাম, ফজরের ফরজের পূর্বে সুন্নত নামাযের রাকাতদ্বয়ে দীর্ঘ কেরাত পড়িলে কিরূপে মনে করেন? তিনি বলিলেন, নবী (দঃ) রাত্রে (তাহাজ্জুদ নামায) দুই দুই রাকাত করিয়া পড়িতেন, (সর্বশেষ দুই রাকাতের সঙ্গে) এক রাকাত (মিলাইয়া) বেতের নামায পড়িতেন এবং ফজরের ফরজের পূর্বে দুই রাকাত সুন্নত এরূপ সংক্ষিপ্ত পড়িতেন যেন তাঁহার কানে একামতের শব্দ পৌঁছিয়াছে। (১৩৫ পৃঃ)

৬২০। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত ছুন্নত সংক্ষিপ্ত কেরাতে পড়িতেন, এমনকি আমি ধারণা করিতাম যে, বোধ হয় এখন পর্য্যন্ত আলহামদু ছুরাও শেষ করেন নাই।

চাশতের নামায

৬২১। হাদীছ ঃ— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, কোন কোন সময় কোন একটা আমল নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ভালবাসিতেন, কিন্তু নিজে বিশেষ তৎপরতার সহিত উহা করিতেন না, এই ভয়ে যে লোকেরা উহার প্রতি তৎপরতা অবলম্বন করিবে, ফলে হয়ত আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে উহাকে ফরজ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। আমি নবী (দঃ)কে চাশতের নামায পড়িতে দেখি নাই, কিন্তু আমি উহা অবশ্যই পড়ি এবং পড়িব।

ব্যাখ্যা ঃ— এই হাদীছে স্পষ্টতঃই দেখা যায় যে, আয়েশা (রাঃ) চাশতের নামাযকে উত্তম আমলই গণ্য করিতেন। অবশ্য এই নামাযের জন্য মসজিদে একত্রিত হওয়ার ব্যবস্থা করার কোন প্রমাণ নাই, তাই চাশতের নামায ঐরূপ ব্যবস্থার সহিত গর্হিত নীতি বলিয়া সাব্যস্ত; এই হিসাবেই ২৩৮ পৃষ্ঠায় "ওমরার বয়ান" পরিচ্ছেদে এক হাদীছে আয়েশা (রাঃ) এই নামাযকে বেদআ'ত বলিয়াছেন।

৬২২। হাদীছ ঃ— মোয়াররেক (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি চাশতের নামায পড়িয়া থাকেন কি? তিনি বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, ওমর (রাঃ) পড়িয়া থাকেন কি? বলিলেন, না। জিজ্ঞাসা করিলাম, আবু বকর (রাঃ)? বলিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলাম, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম? বলিলেন, তাঁহার পড়াও আমরা খেয়ালে পড়ে না।

ব্যাখ্যা ঃ—বোখারী (রঃ) স্বীয় বর্ণনায় ইঙ্গিত দিয়াছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ছাহাবীর উদ্দেশ্য মূল চাশতের নামায অস্বীকার করা নয়, বরং উহার জন্য অধিক তৎপরতা, এমনকি ভ্রমণ অবস্থায় সঙ্গীদেরকে বিচলিত রাখিয়াও চাশতের নামাযে লিপ্ত হওয়া—উহার জন্য এইরূপ তৎপরতাকে তিনি অস্বীকার করিয়াছেন।

৬২৩। হাদীছ ঃ— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পরম প্রিয় নবী (দঃ) আমাকে তিনটি পরামর্শ দিয়াছেন। আমি আজীবন উহা পালন করিয়া যাইব—(১) প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখা। (২) চাশতের নামায পড়া (৩) নিদ্রা যাওয়ার পূর্বেই বেতের পড়া *

৬২৪। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক আনছারী ছাহাবী অধিক মোটা ছিলেন, তিনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আরজ করিলেন, আমি সব সময় আপনার সহিত জামাতে নামায পড়িতে সক্ষম হইনা, (তাই কোন সময় গৃহে নামায পড়িতে হয়, আপনি আমার গৃহে এক জায়গায় নামায পড়িয়া আসিলে আমি উহাকেই আমার নামাযের স্থান বানাইতাম।) সে মতে ঐ ছাহাবী হযরতের জন্য খানা তৈয়ার করিয়া হযরত (দঃ)কে স্বীয় গৃহে দাওয়াত করিয়া আনিল এবং একটি বিছানার এক অংশ ধৌত করিয়া রাখিল, হযরত (দঃ) আসিয়া উহার উপর দুই রাকাত নামায পড়িলেন। এক ব্যক্তি আনাছ (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল হযরত (দঃ) কি চাশতের নামায পড়িতেন? আনাছ (রাঃ) বলিলেন, এই দিন ছাড়া অন্য কোন দিন তাহা আমি দেখি নাই।

অন্যান্য সুন্নত নামায

৬২৫। হাদীছ ঃ—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমি লক্ষ্য রাখিয়াছি, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (বিভিন্ন নামাযের সঙ্গে) দশ রাকাত (সুন্নত) নামায পড়িতেন—জোহরের পূর্বে দুই রাকাত, পরে দুই রাকাত মাগরেবের পরে দুই রাকাত, এশার পরে দুই রাকাত—এই চার রাকাত গৃহে আসিয়া পড়িতেন এবং ফজরের পূর্বে (ঘরের ভিতরে) দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই সময়টি এমন সময় ছিল যে, তখন কোন লোক হযরতের নিকট ঘরের ভিতর যাইত না, কিন্তু আমার ভগ্নি, হযরতের বিবি হাফছাহ (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, ছোবহে-ছাদেকের সময় মোয়াজ্জেন আজান দিবার পরক্ষণেই হযরত (দঃ) এই দুই রাকাত নামায পড়িতেন (ইহা ফজরের সুন্নত)।

---

* আবু হোরায়রা (রাঃ) হাদীছ কণ্ঠস্থ করিতে অধিক রাত্র জাগিতেন; তাহাজ্জুদের জন্য শেষ রাত্রে জাগ্রত হওয়া তাঁহার পক্ষে আশঙ্কাজনক ছিল; অতএব বেতের ও রাত্রের নফল পড়ায় এই পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল।

৬২৬। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সর্বদা জোহরের পূর্বে চার রাকাত ও ফজরের পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

ব্যাখ্যা ঃ—বিভিন্ন হাদীছ দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) জোহরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নত পড়িতেন, হয়ত কোন সময় দুই রাকাতও পড়িয়াছেন।

৬২৭। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ মুযানী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, মগরেবের পূর্বে (নফল) নামায পড়, এইরূপ তিনবার বলিলেন, তৃতীয়বার ইহাও বলিলেন যে, যাহার ইচ্ছা হয় পড়িতে পার। ইহা এই জন্য উল্লেখ করিলেন, যেন মাগরেবের পূর্বের নামাযকে (অন্যান্য নামাযের সুন্নতের ন্যায় নিয়মিত) সুন্নত গণ্য না করা হয়×

৬২৮। হাদীছ ঃ—আনাছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মাগরেবের সময় মোয়াজ্জেন আজান দেওয়ামাত্র ছাহাবাদের কিছু লোক তাড়াতাড়ি মসজিদের থামমূহের বরাবর দাঁড়াইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম গৃহ হইতে আসিবার পূর্বে দুই রাকাত নামায পড়িতেন। এই ওয়াক্তে আজান ও একামতের মধ্যে সময় অতি সামান্য থাকিত। (৮৭ পৃঃ)

মছআলাহ ঃ—নফল নামায রাত্রে এবং দিনে দুই দুই রাকাতরূপে পড়া উত্তম (১৫৫ পৃঃ)। হানফী মজহাবের ফেকাহ-কেতাবে দিনের বেলা নফল চার রাকাতরূপে উত্তম বলা হইয়াছে।

মছআলাহ ঃ—নফল নামায জমাতের সহিত শুদ্ধ হয়। (১৫৮ পৃঃ ৫৯৪, ২৫৪ ও ২৭৬ হাঃ)

মছআলাহ ঃ—নিজ নিজ গৃহে নফল নামায পড়া চাই। আবাসিক গৃহকে নামায হইতে বঞ্চিত রাখা চাই না। (১৫৮ পৃঃ ২৮০ হাদীছ)

মক্কা ও মদীনার হরমের মসজিদে নামাযের ফজিলত

৬২৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, (অধিক ফজিলত ও ছওয়াবের আশায় কোন বিশেষ মসজিদের প্রতি ছফর করিয়া যাইবে না। (কারণ, সব মসজিদই আল্লার ঘর সবেরই সমান ফজিলত।) কিন্তু তিনটি মসজিদ এমন আছে যাহার (ফজিলত বিশ্বের সমস্ত মসজিদ হইতে অধিক;

× মাগরেবের ওয়াক্তে ফরজ নামায পড়িবার পূর্বে দুই রাকাত নফল নামায পড়ার বিষয়টি হযরত (দঃ) নিজেই বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। কারণ মাগরেবের ফরজ নামায উহার ওয়াক্তের প্রথম ভাগেই পড়িয়া নেওয়া আবশ্যক, বিলম্ব করা মকরূহ। অথচ সকলেই যদি এই নফলে লিপ্ত হয় তবে ফরজ পড়িতে বিলম্ব ঘটিবেই। তাই হযরত (দঃ) এই নফল পড়ার অনুমতিদান এরূপ সতর্কতা ও সংকোচবোধ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এবং নবী (দঃ) নিজে ইহা পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। এতদদৃষ্টে ইমাম আবু হানীফা (রঃ) সাধারণ লোকদের অসাবধানতা লক্ষ্য করিয়া মগরেবের ফরজের পূর্বে নফলে লিপ্ত হওয়া মকরূহ বলিয়াছেন।

তাই সুযোগ পাইলে উহার) প্রতি ছফর করিবে। (১) মক্কা শরীফের মসজিদুল-হারাম। (২) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদ। (৩) বায়তুল মোকাদ্দাসের মসজিদে-আক্ছা।

ব্যাখ্যা :—মসজিদুল-হারামে অর্থাৎ কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করিয়া যেই মসজিদ তৈরী আছে উহাতে নামাযের ছওয়াব এক লক্ষ গুণ বেশী। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এক হাজার গুণ এবং বাইতুল-মোকাদ্দাস মসজিদে পাঁচ শত গুণ। (ফতঃ ৩-৫২)

৬৩০। **হাদীছ :**— আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমার এই মসজিদে একটিমাত্র নামায (মসজিদুল-হারাম ব্যতীত) অন্য মসজিদের এক হাজার নামায হইতে উত্তম। মসজিদুল-হারাম অবশ্য আরও বেশী ফজিলত রাখে।

৬৩১। **হাদীছ :**—ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম প্রতি শনিবার হাঁটিয়া বা সওয়ার হইয়া কোবার মসজিদে আসিতেন এবং দুই রাকাত নামায পড়িতেন।

৬৩২। **হাদীছ :**— عن عبد الله بن زيد ان رسول الله (ص)

قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ـ

অর্থ—আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার গৃহ মসজিদস্থিত আমার মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানটি বেহেশতের বাগানের একটি খণ্ড। (আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতেও এই হাদীছ বর্ণিত আছে)।

ব্যাখ্যা :—উল্লিখিত স্থান বা জায়গাটি বেহেশতের বাগানের অংশ বা খণ্ড হওয়ার তাৎপর্য্যে দুইটি বিষয় রহিয়াছে। একটি এই যে, এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশত হইতে ইহজগতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। অপরটি এই যে, পরজগত প্রতিষ্ঠিত হইলে এই স্থান ও জায়গাটি বেহেশতের বাগানে স্থাপিত হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে কোনপ্রকার হের-ফের না করিয়া সরলভাবে উহার বিষয়বস্তুকে গ্রহণ করাই উত্তম। কারণ আল্লাহ তায়ালার কুদরত অসীম এবং হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মর্য্যাদা অতি মহান।

বেহেশত হইতে হযরত আদম (আঃ)-এর জন্য পাথর (—কা'বা শরীফে স্থাপিত হজরে আসওয়াদ এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য (অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে) পোষাক আসিতে পারিলে হযরত মোহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য বেহেশতের বাগানের একটি টুকরা আসিতে পারিবে না কেন? মদীনা শরীফে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদে এই অংশটুকু এখনও চিহ্নিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

৬৩৩। **হাদীছ :**—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম হইতে অতি সুন্দর চারটি বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন— (১) কোন মহিলা দুইদিন ভ্রমণ পরিমাণ

(তথা ৩২ মাইল) পথ ছফর করিতে পারিবে না সঙ্গে স্বামী বা কোন মহরম না থাকিলে (২) রোযার ঈদ এবং কোরবাণীর ঈদের দিনে রোযা রাখা যাইবে না। (৩) ফজর নামাযের পর সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত (নফল) নামায পড়া যাইবে না। (৪) (অধিক ছওয়াব ও বৈশিষ্ট্যের আশায়) কোন মসজিদের প্রতি ছফর করা যাইবে না। তিনটি মসজিদ ব্যতীত—মসজিদুল-হারাম, মসজিদুল-আক্ছা এবং আমার (তথা মদীনায় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের) মসজিদ। (প্রথম বিষয়টির জন্য ৫৭৮নং হাদীছের বিবরণ দ্রষ্টব্য।)

নামাযের বিবিধ আহকাম

নামাযের মধ্যে কথা বলা নিষিদ্ধ

৬৩৪। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নামায ফরজ হওয়ার প্রথমাবস্থায় আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামায অবস্থায় সালাম করিতাম এবং তিনি উত্তরও দিতেন। আমরা আবিসিনিয়া হইতে (মদীনায়) আসিয়া পূর্বের ন্যায় রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে নামাযের মধ্যে সালাম করিলাম; তিনি উত্তর দিলেন না, বরং নামাযান্তে তিনি বলিলেন, নামাযের মধ্যে (আল্লার প্রতি) মগ্নতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

৬৩৫। **হাদীছ ঃ**—যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আমলে প্রথম দিকে নামাযের মধ্যে কথা বলিতাম; পরস্পর দরকারী কথা জানাইতাম। যখন এই আয়াত নাযেল হইল—

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ -

"হে মোমেনগণ! তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি, বিশেষরূপে আছরের নামাযের প্রতি যত্নবান হও এবং নামাযের মধ্যে (কথাবার্তা ইত্যাদি বন্ধ করিয়া) আল্লার প্রতি ধ্যানমগ্ন হও।" তখন আমরা কথাবার্তা ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইলাম।

৬৩৬। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, নামাযের মধ্যে কোন ঘটনায় ইমামকে সতর্ক করা আবশ্যক হইলে মহিলাগণ হাতের উপরত হাত মারিয়া শব্দ করিবে এবং পুরুষ "সোবহানাল্লাহ" বলিবে।

নামাযরত অবস্থায় মায়ের ডাক শুনিলে কি করিবে?

৬৩৭। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম (পূর্বকালের একটি ঘটনা) বর্ণনা করিয়াছেন। জোরায়েজ নামক এক ব্যক্তি সর্বদা লোকালয় হইতে দূরে এবাদৎখানার মধ্যে থাকিয়া এবাদতে মশগুল থাকিত।

একদা সে নামায পড়িতেছিল, তাহার মাতা তাহাকে ডাকিল, হে জোরায়েজ! সে মনে মনে ভাবিল, হে খোদা! একদিকে তোমার নামায, অন্য দিকে মাতার ডাক, এখন কি করিব? এই ভাবিয়া সে উত্তর দিল না, তাহার মাতা পুনরায় ডাকিল, হে জোরায়েজ! এবারও সে ঐ ভাবিয়াই উত্তর দিল না। তৃতীয়বার আবার তাহার মাতা ডাকিল, হে জোরায়েজ! এবারও সে উত্তর দিল না। এবার তাহার মাতা বিরক্ত হইয়া বদ-দোয়া করিল, হে আল্লাহ! জোরায়েজ (যখন আমার ডাকে সাড়া দিয়া আমার চেহারা দেখিল না, সে) যেন মৃত্যুর পূর্বে বদকার নারীর চেহারা চোখে দেখে। (মাতার বদ-দোয়া আল্লার নিকট কবুল হইল।)

তারপর ঘটনা এই ঘটিল যে, জোরায়েজের এবাদৎখানার নিকটবর্তী এক রাখালিনী নারী বকরি চরাইত এবং সেখানেই অবস্থান করিত। তাহার (স্বামী ছিল না, এমতাবস্থায় তাহার) একটি সন্তান জন্মিল। সকলেই তাহাকে ধরিল যে, বল্ কোন্ ব্যক্তির কু-কর্মে এই সন্তান জন্মিয়াছে? (খোদার কুদরত—) রাখালিনী (মিথ্যারোপ করতঃ) বলিল, জোরায়েজের; সে তাহার এবাদৎখানা হইতে নামিয়া আসিত। (জোরায়েজ বস্তুতঃ খাঁটী বুজুর্গ ছিলেন, কেবল একটি ত্রুটির দরুণ মাতার বদ-দোয়ার কারণে এই অপবাদের সম্মুখীন হইলেন। মাতার বদ-দোয়া পুরা হইয়া গেল, এখন আল্লাহ তায়ালা জোরায়েজের ইজ্জত রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।) সকলে যখন জোরায়েজকে এ বিষয়ে জ্ঞাত করিল, (এমনকি তাঁহার বাসস্থানের উপর আক্রমণ চালাইল) তখন জোরায়েজ বলিলেন, কোথায় সেই নারী যে এই কথা বলিয়াছে? তখন সন্তান সহ ঐ রাখালিনীকে উপস্থিত করা হইল, জোরায়েজ ঐ সদ্য প্রসূত কচি শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বালক! তোমার পিতা কে? শিশুটি বলিয়া উঠিল, অমুক রাখাল।

নামায অবস্থায় সেজদার স্থান পরিষ্কার করা

৬৩৮। হাদীছ ঃ—মোয়া'য়কীব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি সেজদায় যাইতে সেজদার স্থানকে সুসমতল করিত। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাহাকে বলিলেন, প্রয়োজন হইলে একবার করিতে পার। (বার বার করিও না)।

বিশেষ প্রয়োজনে নামায অবস্থায় সামান্য কোন কাজ করা

৬৩৯। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বয়ান করিলেন, গত রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযের সময় একটি শয়তান (তথা অতি দুষ্ট জ্বিন) আমার নামায নষ্ট করার জন্য ছুটিয়া আসিল। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা আমাকে সাহায্য করিলেন, আমি উহাকে কাবু করিয়া ফেলিলাম এবং শক্তভাবে ধরিয়া খুব জব্দ করিলাম। ইচ্ছা করিয়াছিলাম যে, উহাকে মসজিদের খুঁটির সহিত বাঁধিয়া রাখি,

যেন ভোর বেলা তোমরা উহাকে দেখিতে পার। কিন্তু তখন আমার ভাই সোলায়মান (আঃ)এর এই দোয়াটি স্মরণ হইল— رب هب لى ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى

"হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে এমন রাজত্ব দান কর যাহা আমি ভিন্ন অন্য আর কেহ পাইতে না পারে।"* ফলে দ্বীন-ইসলামের জন্য সর্বত্র আমার অভিযানে যেন কোন শক্তি বাধা সৃষ্টি করিতে সক্ষম না হয়।

(উপরোক্ত দোয়া অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা সোলায়মান (আঃ)কে মানুষ, জ্বিন ইত্যাদি সমস্ত বস্তুর উপর আধিপত্য দান করিয়াছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) আলোচ্য ঘটনায় ভাবিলেন যে, এই শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলে জ্বিনের উপর আধিপত্য চালান হয়, অথচ ইহা সোলায়মান আলাইহেচ্ছালামের জন্য বিশেষ বস্তু ছিল,) তাই আমি শয়তানকে বাঁধিয়া রাখিলাম না; ছাড়িয়া দিলাম। আল্লাহ তায়ালা উহাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় তাড়াইয়া দিলেন।

নামাযের সময় যানবাহন—পশু ভাগিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইলে?

৬৪০। **হাদীছ ঃ**—আযরাক ইবনে কায়েস (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমরা আহওয়ায এলাকায় গিয়াছিলাম; খারেজী দলের বিরুদ্ধে জেহাদ করিবার জন্য। আমি একটি নহর বা খালের নিকটে ছিলাম; এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া (আছরের) নামায পড়া আরম্ভ করিলেন। (নামায অবস্থায়) তাঁহার যানবাহনের রজ্জু তাঁহার হাতেই ছিল। পশুটির টানাটানিতে ঐ ব্যক্তি স্থানচ্যুতও হইয়া যাইতেন। লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ঐ লোকটি ছাহাবী আবু বরযাহ আসলামী (রাঃ)। (পশুর লাগাম তাঁহার হাতে রাখিয়াছেন দেখিয়া) এক খারেজী ব্যক্তি (যাহারা প্রকাশ্যে অতি ভক্ত মোসলমান দেখায়, আর বস্তুতঃ হয় মোনাফেক বা ভ্রষ্ট মতাবলম্বী—যে) ঐ ছাহাবীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিল, আল্লাহ এই বৃদ্ধের সর্বনাশ করুন। (আমি খারেজী ব্যক্তিকে বলিলাম, চুপ থাক; আল্লাহ তোমার সর্বনাশ করুন; তুমি জান ঐ ব্যক্তি কে? তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহে অসাল্লামের ছাহাবী আবু বরযাহ (রাঃ)। আমার বিশ্বাস—আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দ্বীন-দুনিয়ায় অপমান করিবেন; তুমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একজন ছাহাবীকে মন্দ বলিয়াছ। ফতহুলবারী, ৩—৩৬)

বৃদ্ধ ছাহাবী নামাযান্তে ঐ কটাক্ষের উত্তরে বলিলেন, আমি তোমাদের কথা শুনিয়াছি। আমি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে সাত-আটটি জেহাদে উপস্থিত রহিয়াছি। (এই অধিক সাহচর্য্যের মধ্যে) আমি হযরতের সহজ ও অনায়াসসাধ্য নীতি দেখিয়াছি এবং

---

* হযরত সোলায়মান (আঃ) এই দোয়া স্বীয় ভোগ-বিলাস বা স্বার্থের জন্য করিয়াছিলেন না, বরং ঘটনার পূর্ণ বিবরণে জানা যায় যে, আল্লার দ্বীনের জন্য জেহাদের ব্যাপারে সেনাবাহিনীর লোকদের গড়িমসি দৃষ্টে বিরক্ত হইয়া তাহাদের মুখাপেক্ষা হইতে মুক্ত হওয়ার উদ্দেশ্যে এই দোয়া করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দোয়া কবুলও করিয়াছিলেন।

লক্ষ্য করিয়াছি। যানবাহন পশুটির টানাটানিতে নড়চড় হওয়া আমার পক্ষে উত্তম—ইহা অপেক্ষা যে, আমি উহাকে ছাড়িয়া দিতাম; সে তাহার ইচ্ছামতে ঘাস-ক্ষেত্রে চলিয়া যাইত, ফলে আমি কষ্টে পড়িতাম। (আমার বাড়ী অনেক দূরে;) আমার ঘোড়া ছাড়িয়া দিলে রাত্রে আমার বাড়ী পৌছাই সম্ভব হইবে না।

মছআলাহ :—এরূপ ঘটনায় যদি নামাযের মধ্যে এক মুহূর্তের জন্যও বক্ষদেশ পূর্ণরূপে কেবলাদিক হইতে ফিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। তদ্রূপ যদি অনেক পরিমাণ হাটা-চলা করে তবুও নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। (ফতহুলবারী, ৩—৬৬)

মছআলাহ :—কাতাদাহ (রঃ) বলিয়াছেন, নামায অবস্থায় যদি চোর কাহারও কাপড় লইয়া পালাইতে উদ্যত হয় তবে নামাযের নিয়্যত ছাড়িয়া চোরকে ধাওয়া করিবে। (১৬১ পৃঃ)

তদ্রূপ যানবাহন ভাগিয়া যাওয়ার বা চার-ছয় আনা মূল্যের নিজস্ব কিম্বা অন্যের কোন বস্তুর ক্ষতির আশঙ্কা-ক্ষেত্রে উহা রক্ষার্থে নামাযের নিয়্যত করা যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অত্র পরিচ্ছেদে এবং পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ বিধান ও মছআলার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে—যে, নামায বহির্ভূত কোন কাজ নামাযের মধ্যে করা হইলে যদি সেই কাজ সামান্য হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে না, আর যদি সেই কাজ বেশী হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে। "সামান্য" ও "বেশীর" তাৎপর্য্য এই—যে পরিমাণ বা যে শ্রেণীর কার্য্যরত ব্যক্তিকে সাধারণ দর্শক নামাযরত নয় বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকে উহাকে "বেশী" কার্য্য গণ্য করা হইবে এবং উহাতে নামায ভঙ্গ হইবে।

অনেকে বিষয়টি আরও সরল-সহজ করার জন্য এই ব্যাখ্যা করেন যে, যে কার্য্য সম্পাদনে সাধারণতঃ উভয় হাত ব্যবহারের প্রয়োজন হয় উহাই "বেশী" এবং শুধু এক হাতে যাহা সম্পন্ন হইতে পারে উহা "সামান্য" পরিগণিত। অবশ্য এই তাৎপর্য্যের সঙ্গে প্রথম তাৎপর্য্যটিও লক্ষণীয় থাকিবে।

নামাযের মধ্যে সালামের উত্তর দেওয়া চাই না

৬৪১। **হাদীছ :**—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাকে কোন একটি কাজে পাঠাইলেন। আমি সেই কাজ সমাধা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম এবং রসূলুল্লাহ (দঃ)কে সালাম করিলাম। তিনি আমার সালামের উত্তর দিলেন না। আমি মনে মনে চিন্তিত হইলাম; ভাবিলাম, বোধ হয় আমার বিলম্ব হওয়ায় হযরত (দঃ) আমার উপর রাগান্বিত হইয়াছেন। পুনরায় সালাম করিলাম; এবারও তিনি উত্তর দিলেন না। আমার অন্তরে অধিক চিন্তার উদয় হইল। তৃতীয়বার সালাম করিলাম; এবার সালামের উত্তর দিলেন এবং বলিলেন—প্রথম দুইবার উত্তর দিতে পারি নাই, কারণ আমি নামাযে ছিলাম।

নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা

৬৪২। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম নামায অবস্থায় কোমরের উপর হাত রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন।

নামাযের মধ্যে নামায ভিন্ন কোন বিষয়ের ধ্যান করা

জাগতিক অর্থাৎ দ্বীন সম্পর্কীয় কোন বিষয় নহে এইরূপ কোন বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যান নামাযের মধ্যে টানিয়া আনা কিম্বা আসিয়া গেলে উহাতে মগ্ন হওয়া অত্যন্ত দোষনীয়। উহাতে নামায ফাছেদ ও বিনষ্ট হয় না বটে, কিন্তু ঐরূপ নামাযের বিশুদ্ধতা শুধু আইন ও বিধানগত ব্যাপার; উহাতে নামাযের রুহ বা আত্মা ক্ষুণ্ন হয়। ঐরূপ নামায পরিত্যাগের বস্তু অবশ্যই নহে, কিন্তু ঐ দোষ সংশোধনের চেষ্টা একান্তই কর্তব্য। আর দ্বীনের কোন বিষয়, যথা—শরীয়তের কোন মছআলাহ, কোরআন-হাদীছের কোন তথ্য বা দ্বীনের কোন কর্তব্যের—যেমন, জেহাদের কোন বিশেষ পরিকল্পনা—এই সব এবাদতই বটে, কিন্তু নামায বহির্ভূত এবাদত। এই শ্রেণীর কোন বিষয়েরও খেয়াল বা ধ্যান নামাযে থাকিয়া নিজে টানিয়া না আনা এবং আসিয়া গেলে কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে নামাযরত অবস্থার সময় উহাতে ব্যয় না করাই উত্তম। আর যদি প্রয়োজন বোধ হয়, যেমন—মছআলাহ বা তথ্য কিম্বা পরিকল্পনাটি এইরূপ যে ঐ সময় উহাকে পূর্ণরূপে ধরিয়া ও মনে গাঁথিয়া না লইলে হৃদয়পট হইতে মুছিয়া যাইবে এবং পরে আর উহা মনে না-ও আসিতে পারে, অথচ দ্বীনের কিম্বা দ্বীনের জেহাদের জন্য উহা উত্তম বস্তু। এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত বিষয়ের খেয়াল ও ধ্যানের জন্য নামায রত অবস্থার সময় ব্যয় করা উত্তমের পরিপন্থী নহে, এমনকি "খুশু-খুজু" তথা নামাযে আল্লাহমুরুক্তি ও আল্লাহতে মগ্নতার বিপরীতও হইবে না। (মাওলানা আশরফ আলী থানভী (রঃ)এর বক্তব্য—আশ্রাফুশ-সাওয়ানেহ ১—১৩৬ পৃষ্ঠা।)

ওমর (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি নামাযের মধ্যে জেহাদে সৈন্য প্রেরণের পরিকল্পনা করি। (খলীফা ওমরের কার্য্যক্রম ঐ শ্রেণীরই যাহা উত্তম ও খুশু খুজুর পরিপন্থী নহে।)

অবশ্য এইরূপ খেয়াল ও ধ্যানের কারণে যদি নামাযের কোন ওয়াজেব ছুটিয়া বা বিলম্বিত হইয়া যায় তবে সেজদা-ছুহু দিতে হইবে এবং কোন ফরজ ছুটিয়া গেলে নামায পুনঃ পড়িতে হইবে। ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহুর ঐরূপ ঘটনায় একবার মগরেবের নামাযে প্রথম রাকাতের কেরাত ছুটিয়া গিয়াছিল, সেই নামায তিনি পুনরায় পড়িয়াছিলেন। (ফতহুলবারী, ৩—৬৯)

৬৪৩। **হাদীছ ঃ**—ওকবা ইবনে হারেছ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা আমরা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে আছরের নামায পড়িতেছিলাম। নামাযের সালাম ফেরা মাত্রই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং গৃহে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর পুনরায় মসজিদে আসিলেন। তাঁহার তাড়াহুড়ার দরুন মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্যের ভাব সৃষ্টি হইল। তাহা তিনি অনুভব করিতে পারিয়া বলিলেন—নামাযের মধ্যে আমার স্মরণ হইল যে,

আমার ঘরে একটু স্বর্ণের টুকরা আছে; উহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমার গৃহে থাকা আমি পছন্দ করি না, তাই আমি তাড়াতাড়ি যাইয়া উহা গরীবদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া আসিলাম।

৬৪৪। **হাদীছ ঃ**— সায়ীদ মাকবুরী (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিয়াছেন, লোকেরা অভিযোগ করিয়া থাকে যে, আবু হোরায়রা হাদীছ অনেক বর্ণনা করেন। তাই আমি (ঐরূপ অভিযোগকারী) এক ব্যক্তির সাক্ষাৎ পাইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গত রাত্রে এশার নামাযে রসুলুল্লাহ (দঃ) কি ছুরা পড়িয়াছেন? তিনি বলিলেন, আমি তাহা বলিতে পারি না। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কি হযরতের সহিত এশার জমাতে উপস্থিত ছিলেন না? তিনি বলিলেন, হাঁ—উপস্থিত ছিলাম। আমি বলিলাম, আমি তাহা বলিতে পারি; নবী (দঃ) সেই নামাযে অমুক অমুক ছুরা পড়িয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, সকলে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে যত্নবান হয় না, তাই অনেক হাদীছ বর্ণনা করিতে অক্ষম। পক্ষান্তরে আমি হযরতের প্রতিটি বিষয় সংরক্ষণে সর্বদা যত্নবান থাকি।

আলোচ্য হাদীছে প্রমাণিত হইল, মোক্তাদীগণ নামাযের মধ্যে ইমামের কেরাতের প্রতি ধ্যান জমাইতে পারে। আল্লাহ তায়ালার মহত্বের ধ্যানে নিমগ্ন থাকায় অভ্যস্ত হইতে না পারিলে উক্ত মগ্নতাই উত্তম।

কতিপয় পরিচ্ছেদের বিষয়াবলী

● নামাযের মধ্যে কোন প্রয়োজনে হাতের সাহায্য গ্রহণ করা যায়। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলিতেন, নামাযী ব্যক্তি নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে তাহার যে কোন অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে। আবু ইসহাক (রঃ) নামায অবস্থায় বিশেষ প্রয়োজনে স্বীয় টুপি মাথা হইতে নামাইয়া রাখিয়াছেন এবং উঠাইয়া দিয়াছেন। আলী (রাঃ) নামাযে দাঁড়ান অবস্থায় এক হাতের কব্জি অপর হাতের কব্জির উপর রাখিতেন; অবশ্য প্রয়োজন বোধে হাত দ্বারা শরীর চুলকাইতেন এবং কাপড় সংযত করার প্রয়োজন হইলে তাহাও করিতেন (১৫৯ পৃঃ)। হাদীছে আছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ) তাহাজ্জুদ নামাযে হযরতের একতেদা করিয়া তাঁহার বামদিকে দাঁড়াইলে হযরত (দঃ) হাত দ্বারা তাঁহাকে ধরিয়া ডান দিকে নিয়াছিলেন।

নামাযে কোন প্রয়োজনে হাত ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ সম্পর্কে একটি বিশেষ শর্ত ইমাম বোখারী (রঃ) সংযোগ করিয়াছেন যে, উক্ত প্রয়োজন অবশ্যই নামাযের খাতিরে হওয়া চাই। অন্য কোন উদ্দেশ্যে হওয়া চাই না; যেমন কাপড়, মাথার চুল ইত্যাদিকে এলোমেলো হওয়া হইতে বা ধুলা-বালি হইতে রক্ষা করার জন্য টানিয়া রাখিতে নিষেধ করা হইয়াছে: (৪৬৯ নং হাদীছ) অথবা বাহুল্য রূপেও হওয়া চাই না। নামাযের

উদ্দেশ্যে হওয়া যেমন—মাথায় অধিক গরম অনুভবে অস্থিরতার দরুণ নামাযে একাগ্রতা নষ্ট হওয়ায় টুপি নামানো বা চুলকানির অধিক প্রয়োজনে অশান্তি ও গাত্রদাহ সৃষ্টি হওয়ায় নামাযে মনোযোগ রক্ষার জন্য চুলকানো, কিম্বা ছতর খুলিয়া যাওয়ার আশঙ্কায় কাপড় সংযত করা ইত্যাদি। অনর্থক বা বদভ্যাসের দাস হইয়া হাত পা চালনা করা নামাযের মধ্যে অত্যন্ত অশোভনীয়। এতদ্ভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও ৬৩৮ নং হাদীছে বর্ণিত নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের একটি আদেশের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। আর একটি বিশেষ কথা—প্রয়োজন ক্ষেত্রে হাত ইত্যাদি অঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে উপরে উল্লিখিত সামান্য কাজ ও বেশী কাজের তাৎপর্য্য স্মরণ রাখিবে। প্রয়োজন ক্ষেত্রেও যদি বেশী কাজ অনুষ্ঠিত হয় তবে নামায ভঙ্গ হইবে; সেই নামায পুনঃ পড়িতে হইবে।

● নামাযের মধ্যে প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে ছোবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি আল্লার কোন জিকির উচ্চারণে নামায নষ্ট হয় না। (১৬০ পৃঃ)

● কোন উপস্থিত লোককে সম্বোধনরূপে নয়—কাহাকেও সম্বোধন ছাড়া শুধু দোয়ারূপে সালাম উচ্চারণ করিলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ ৪৭৬ হাদীছ)। অবশ্য উপস্থিতকে সম্বোধন উদ্দেশ্যে সালাম করা বা তদ্রূপ সালামের উত্তর প্রদান নিষিদ্ধ; করিলে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। ● নামাযের মধ্যে বিশেষ কারণ বশতঃ সম্মুখের বা পেছনের দিকে স্থানচ্যুত হইলে নামায নষ্ট হইবে না (১৬০ পৃঃ); তবে সামান্য ও বেশীর তাৎপর্য্য লক্ষ্য রাখিবে। ● নামাযের মধ্যে প্রয়োজন হইলে থু থু ফেলা জায়েয আছে। কিন্তু নামাযের স্থান ও কেবলা দিক চ্যুত হইয়া নয়, বরং ১৭২ নং হাদীছে বর্ণিত বিধান মতে।

মছআলাহ ঃ—নামাযের মধ্যে মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়া—যদি উ···হূ আ···হূ শব্দের সহিত বিপদগ্রস্ত হওয়ার ভাবনা-চিন্তায় বা কোন দুঃখ দরদ ইত্যাদির কারণে হয় তবে নামায ভঙ্গ হইয়া যাইবে। অবশ্য যদি বেহেশত-দোযখ স্মরণে বা আল্লাহ তায়ালার ভয়ের প্রতিক্রিয়ার ঐরূপ হয় তবে নামায নষ্ট হইবে না (শামী, ১—৫৭৯)। সূর্য্য গ্রহণের নামায অবস্থায় হযরত (দঃ) বেহেশত-দোযখ দেখিয়া ছিলেন বলিয়া ৫৬১ নং হাদীছে উল্লেখ হইয়াছে; এক হাদীছে বর্ণিত আছে, সেই নামাযের সেজদার মধ্যে হযরত (দঃ) কাঁদিয়াছিলেন এবং উ···হূ, উ···হূ শব্দের সহিত মুখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া ছিলেন (ফতহুল-বারী, ৩—৩৬)।

ফরজ নামাযে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গেলে সেজদা-ছুহু দিবে

৬৪৫। হাদীছ ঃ— আবদুল্লাহ ইবনে বোহায়না (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা কোন এক (চার রাকাতওয়ালা) নামাযের দুই রাকাত পড়িয়া, না বসিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। নামায যখন শেষ হইয়া আসিল—সকলে

সালাম ফিরিবার অপেক্ষা করিতেছিল এমন সময় হযরত (দঃ) বসা অবস্থাই সালাম ফিরিবার পূর্বে দুইটি সেজদা করিলেন। প্রত্যেকটি সেজদা তকবীরের সহিত করিলেন; মোক্তাদীগণও সেজদা করিল। ভুলে প্রথম বৈঠক ছুটিয়া গিয়াছিল। উহারই পরিবর্তে এই সেজদা ছিল।

ভুলবশতঃ যদি পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলে†

৬৪৬। **হাদীছ ঃ**—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জোহরের নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়া ফেলিলেন। তাঁহার নিকট আরজ করা হইলে, নামাযের রাকাত কি বাড়িয়া গিয়াছে? তিনি বলিলেন, ইহার কি অর্থ? তখন আরজ করা হইল যে, আপনি নামায পাঁচ রাকাত পড়িয়াছেন, এতদ্‌-শ্রবণে হযরত (দঃ) সালাম ফিরার পর দুইটি সেজদা করিলেন। তারপর আবার সালাম (করিয়া নামায সমাপ্ত) করিলেন‡। নামাযান্তে বলিলেন, নামায সম্পর্কে নূতন কোন কিছু হইলে নিশ্চয় তোমাদিগকে উহা বলিয়া দিতাম। কিন্তু আমি মানুষই—আমারও ভুল হয় যেরূপ তোমাদের ভুল হইয়া থাকে। অতএব কোন সময় আমি ভুলিয়া গেলে আমাকে স্মরণ করাইয়া দিও। আর তোমাদের মধ্যে কেহ নামাযের রাকাত সম্পর্কে সন্দেহে পতিত হইলে তাহার কর্তব্য হইবে চিন্তা করিয়া সঠিক দিক নির্দ্ধারিত করা সে উহার ভিত্তিতেই নামায পূর্ণ করিবে, অতঃপর সালাম করিয়া দুইটি সেজদা করিবে।

ভুলক্রমে শুধু দুই রাকাত পড়িয়াই যদি সালাম করে

৬৪৭। **হাদীছ ঃ**— আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আছরের নামায দুই রাকাত পড়িয়াই সালাম ফিরিলেন তৎপর মসজিদের সম্মুখভাবে একটি কাষ্ঠ পতিত করা ছিল ঐ স্থানে যাইয়া উহার উপর হাত ভর করিয়া বসিলেন। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে আবু বকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)ও ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা ভয়ে কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। তাড়াহুড়ায় অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ এই বলিয়া মসজিদ হইতে চলিয়া গেল যে, নামাযের রাকাত কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উপস্থিতবৃন্দের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল—যাহাকে "জুল-ইয়াদাইন" বলা হইত; সে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ভুল করিয়াছেন না—নামাযই কম করিয়া দেওয়া হইয়াছে? রসুল (দঃ) বলিলেন, কোনটাই হয় নাই। সে আরজ করিল, নিশ্চয়—

---

† চতুর্থ রাকাতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়িয়া অতঃপর দাঁড়াইয়া পঞ্চম রাকাত পড়িয়া থাকিলে সেজদা-ছুহু দ্বারা নামায শুদ্ধ হইবে। এমতাবস্থায় ষষ্ঠ রাকাতও পড়িয়া নেওয়া উত্তম। কিন্তু চতুর্থ রাকাতের পর না বসিয়া পঞ্চম রাকাত পড়িলে পূর্ণ নামাযই ফাছেদ হইয়া যাইবে।

‡ ইহা নামাযের মধ্যে কথা বলা জায়েয সময়ের ঘটনা। নতুবা ইমাম কথা বলার পর সেজদা-ছুহু দেওয়ার অবকাশ থাকে না। এই হাদীছ ৫১৮ পৃষ্ঠায়ও আছে; অনুবাদে সমষ্টির লক্ষ্য করা হইয়াছে।

হুজুর আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন। নবী (দঃ) এ বিষয়ে অন্যান্য লোককে জিজ্ঞাসা করিলে সকলেই আরজ করিল, এই ব্যক্তি ঠিকই বলিতেছে। তখন নবী (দঃ) বাকি দুই রাকাত নামায পড়িলেন ও সালাম ফিরিয়া দুই সেজদা করিলেন।+

৬৪৮। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—তোমাদের মধ্যে কেহ যখন নামাযে খাড়া হয় তখন শয়তান আসিয়া নানা প্রকার বাধা সৃষ্টি করে, এমনকি কত রাকাত পড়িয়াছে তাহা সে ভুলিয়া যায়। কেহ অবস্থার সম্মুখীন হইলে, শেষ বৈঠকে দুইটি সেজদা করিবে।*

মছআলাহ ঃ—নামাযরত ব্যক্তিকে যদি কোন কথা বলা হয় এবং সে লক্ষ্য করিয়া শুনিয়া শুধু হাতের বা মাথার ইশারায় কোন বিষয় বুঝাইয়াও দেয় তবুও উহাতে সেজদা-ছুহু দিতে হইবে না। (১০৪ পৃষ্ঠা)

+ ভুলবশতঃ অসম্পূর্ণ অবস্থায় নামায শেষ করিয়া যদি কথাবার্তা বলিয়া ফেলে বা নামায ভঙ্গকারী অন্য কোন কার্য্য করে তবে হানফী মজহাব মতে নামায পুনরায় পড়িতে হইবে; সেজদা-ছুহু দিলে চলিবে না। উল্লিখিত হাদীছের ঘটনাকে মনছুখ বলা হইয়া থাকে; নামাযের মধ্যে যখন কথাবার্তা বলা জায়েয ছিল উক্ত ঘটনা সেই কালের।

সেজদা-ছুহু সালামের পরে হইবে, কিন্তু ঐ সালাম নামায সমাপ্তির সালাম নহে। নামায সমাপ্তির দুই সালাম সেজদা-ছুহু পরেই হইবে, যেইরূপ পূর্বের হাদীছে উল্লেখ আছে।

* রাকাতের সংখ্যা যে ভুলিয়া গিয়াছে সে সম্পর্কে কি করিবে সেই মছআলাহ সুদীর্ঘ।

অষ্টম অধ্যায়

জানাযার বয়ান

"জানাযা" অর্থ শব, মৃতদেহ বা মৃত ব্যক্তি। এই অধ্যায়ে মানুষের মুমূর্ষুকাল হইতে পুনর্জন্মকাল পর্য্যন্ত সম্বন্ধীয় তথ্যাদি ও মছআলাহ-মছায়েল বর্ণিত হইবে।

আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত একটি হাদীছের মর্ম এই—যে ব্যক্তির ইহজীবনের শেষ বাক্য কলেমা-শাহাদৎ হইবে সে বেহেশতে যাইবে। অন্য এক হাদীছের মর্ম অনুরূপই—কলেমা-শাহাদৎ বেহেশতের চাবি। (ফতহুলবারী)

এই সমস্ত হাদীছের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ দৃষ্টিতে ভুল ধারণা বা প্রশ্নের উদয় হইয়া থাকে যে, তবে শরীয়তের অন্যান্য আদেশ ও বিধি-বিধান পালনের প্রয়োজনীয়তা কি থাকিতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর দানেই ইমাম বোখারী (রঃ) একজন বিশিষ্ট তাবেয়ীর উক্তি উদ্ধৃত করিতেছেন—

ওয়াহাব ইবনে মোনাব্বেহ (রঃ)কে উক্ত প্রশ্নই করা হইলে তিনি সংক্ষেপে ইহার উত্তর দান করিলেন—চাবি মাত্রই উহার কয়েকটি দাঁত থাকে; কোন দরওয়াজার তালা খুলিতে হইলে দন্তযুক্ত চাবি আনিতে হইবে, দন্তহীন চাবি দ্বারা তালা খোলা যাইবে না।

অর্থাৎ কলেমা-শাহাদৎ বেহেশতের চাবি এবং সম্পূর্ণ শরীয়ত ঐ চাবির দন্ত। বেহেশতের তালা খুলিতে হইলে তথা বেহেশতে যাইতে হইলে শরীয়তের বিধানাবলী সহ কলেমা-শাহাদৎ লইয়া যাইতে হইবে, নতুবা বেহেশতের দরওয়াজা খুলিবে না।

৬৪৯। হাদীছ:— عن ابى ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَتَانِىْ اٰتٍ مِّنْ رَّبِّىْ فَبَشَّرَنِىْ اَنَّهٗ مَنْ مَّاتَ مِنْ اُمَّتِىْ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ قُلْتُ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ قَالَ وَاِنْ زَنٰى وَاِنْ سَرَقَ -

অর্থ:—আবু জর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, একদা আমার নিকট আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে এক বিশেষ দূত আসিয়া এই শুভ সংবাদের ঘোষণা শুনাইলেন—যে ব্যক্তি মৃত্যু পর্য্যন্ত শেরেকী গোনাহ হইতে পাক-পবিত্র থাকিবে (অর্থাৎ বিশুদ্ধ ঈমানের সহিত যাহার মৃত্যু হইবে) সে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করিবে।

এই হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী বলেন—আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে? রসুলুল্লাহ (দঃ) তদুত্তরে বলিলেন, যদিও সে যেনা করিয়া থাকে বা চুরি করিয়া থাকে (তবুও সে বেহেশতে যাইতে পারিবে)।

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছের একমাত্র তাৎপর্য্য ও উদ্দেশ্য হইল—শেরেক বর্জন তথা তৌহীদ ও ঈমানের মহত্ব ও গুণাগুণ প্রকাশ করা যে, ইহা দ্বারা মানুষ বেহেশত লাভ করিতে পারে। যদি গোনাহের দ্বারা কোন বাধা-বিঘ্নের সৃষ্টি না হয় তবে কোন প্রকার আজাব ভোগ না করিয়া প্রথম হইতেই সে বেহেশবাসী হইবে, নচেৎ গোনাহ পরিমাণ আজাব ভোগ করিয়া বেহেশত লাভ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে শেরেক বর্জন পূর্বক ঈমান অবলম্বন না করিয়া হাজার নেক আমল, যেমন—কোটী কোটী টাকা দান-খয়রাত করিলেও তাহার পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই, অনন্তকাল সে আজাব ভোগ করিবে—চিরকাল সে দোযখেই থাকিবে।

৬৫১। হাদীছ :— عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَنْ مَّاتَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ-

অর্থ :—আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, কোন শেরেকী গোনাহের সহিত যাহার মৃত্যু হইবে সে দোজখী হইবে।

জানাযার সঙ্গে যাওয়া

৬৫১। হাদীছ :—বরা ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম আমাদিগকে বিশেষরূপে সাতটি কাজের আদেশ করিয়াছেন এবং সাতটি বস্তু নিষেধ করিয়াছেন। আদেশকৃত সাতটি কাজ এই—(১) জানাযার সঙ্গে যাওয়া, (২) রোগীকে দেখিতে যাওয়া এবং তাহার খোঁজ-খবর নেওয়া, (৩) কাহারও (ঠেকা উদ্ধারের বা সাদর) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৪) মজলুম-নির্য্যাতিত ব্যক্তির সাহায্য করা, (৫) শপথকারীর শপথ রক্ষা করা,* (৬) সালামের উত্তর দেওয়া, (৭) হাঁচিদাতার আলহামদু লিল্লাহ শ্রবণে يرحمك الله (ইয়ারহামু-কাল্লাহ) "আল্লাহ তোমার উপর (আরও) রহমত নাযেল করুন" এই বলিয়া তাহাকে দোয়া করা। * যেই সাতটি বস্তু (ব্যবহার) নিষিদ্ধ করিয়াছেন, উহা এই—(১) রৌপ্য (বা স্বর্ণ) নির্মিত অঙ্গুরী, (২) সাধারণ রেশমী বস্ত্র, (৩) মিহি রেশমী বস্ত্র, (৪) তসর, (৫) মোটা রেশমী বস্ত্র, (৬) লাল রেশমী কাপড়ের গদি বা আসন।

---

* এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (দঃ) মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রাঃ)কে ক্রন্দনরত অবস্থায় চুম্বন করিয়াছেন ; মৃতের মুখের উপর তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দেখা গিয়াছে। (তিরমিজী)

• হাঁচি আসা স্বাস্থ্যের পক্ষে সুফলদায়ক, তাই ইহা আল্লার একটি বড় নেয়ামত, এই নেয়ামতের উপর আলহামদু-লিল্লাহ বলিয়া যে ব্যক্তি আল্লার প্রশংসা করিল সে স্বীয় পালনকর্তার শোকরগুজারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। যে ব্যক্তি নেয়ামত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নেয়ামতদাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে অধিক নেয়ামত পাইবার উপযোগী। আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকে বলিয়াছেন— لئن شكرتم لأزيدنكم "তোমরা যদি আমার নেয়ামতের প্রকৃত শোকরগুজারী কর তবে তোমাদের জন্য নেয়ামত আরও বৃদ্ধি করিয়া দিব।" তাই তাহার জন্য এই দোয়া করা হয়।

৬৫২। হাদীছ:—আবু হোরায়রা (রা:) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, মোসলমানদের পরস্পর পাঁচটি হক আছে—(১) সালামের উত্তর দেওয়া, (২) রোগী দেখা ও তাহার হাল-পুরছী তথা তাহার কুশল জিজ্ঞাসা করা, (৩) শব যাত্রায় যোগদান করা, (৪) (দাওয়াত বা ঠেকা উদ্ধার) আহ্বানে সাড়া দেওয়া, (৫) হাঁচিদাতার "আলহামদু-লিল্লাহ" শ্রবণে يرحمك الله "ইয়ারহামু-কাল্লাহ" বলা।

মৃতকে কাফন পরাইবার পূর্বে ও পরে দেখা যায়

কোন কোন আলেম বলেন, মৃত ব্যক্তিকে গোসলদাতা ও তাহার সহকর্মীগণ ব্যতীত কাহারও দেখা চাই না। বোখারী (র:) এই পরিচ্ছেদে উহা খণ্ডন করিতেছেন। (ফতহুলবারী)

৬৫৩। হাদীছ:—উম্মুল আ'লা (রা:) বর্ণনা করিয়াছেন, মক্কা হইতে যে সব মোসলমান নিঃসম্বলরূপে হিজরত করিয়া মদীনায় উপস্থিত হইতেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদের জন্য মদীনাবাসী মোসলমানদের ঘরে ঘরে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। (মদীনাবাসীগণ এ বিষয়ে এত আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, পরস্পর প্রতিযোগিতার দরুণ ব্যালটের ব্যবস্থা করা হইত।) উম্মুল আ'লা (রা:) বলেন—একদা ব্যালটের দ্বারা আমাদের জন্য ওসমান ইবনে মজউ'ন রাজিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর নাম উঠিল। আমরা তাঁহাকে সাদরে ও সযত্নে আমাদের গৃহে স্থান করিয়া দিলাম। কিছু দিনের মধ্যেই তিনি অন্তিম রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ও কাফন পরানর পর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার নিকটবর্তী আসিলেন।*

উম্মুল আ'লা (রা:) বলেন—তখন আমি মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রা:)-এর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলাম, হে আবুছ-ছায়েব (ওসমান)! আমি আপনার জন্য সাক্ষ্য দিতেছি এবং শপথ করিয়া বলিতেছি, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সম্মানিত (অর্থাৎ বেহেশতবাসী) করিয়াছেন। এতদশ্রবণে নবী (দ:) আমাকে বলিলেন, তুমি কিভাবে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছ, সে বেহেশতবাসী হইবে? আমি আরজ করিলাম, আপনার জন্য আমার মাতা-পিতা উৎসর্গ, ইয়া রসুলাল্লাহ (দ:)! এই ব্যক্তি বেহেশতবাসী না হইলে আর কে বেহেশত-বাসী হইবে? তদুত্তরে হযরত (দ:) বলিলেন, (এই সম্পর্কে) নিশ্চিতরূপের সঠিক অবগতি এই ব্যক্তিরই লাভ হইয়াছে এবং আমি আশা করি, সে খুব ভালই পাইয়াছে। অতঃপর রসুলুল্লাহ (দ:) শপথ করিয়া বলিলেন, আমি আল্লার রসুল, তথাপি আমি (অধিকাররূপে এবং অকাট্য ও অখণ্ডনীয়ভাবে) বলিতে পারি না যে, আমার প্রতি আল্লাহ কিরূপ করিবেন।

উম্মুল আ'লা (রা:) বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই কথা শুনিয়া আমি পণ করিলাম, কাহারও ভাল হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিতরূপে আর কখনও কোন উক্তি করিব না।

---

* এক হাদীছে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দ:) মৃত ওসমান ইবনে মজউ'ন (রা:)কে ক্রন্দনরত অবস্থায় চুম্বন করিয়াছেন; মৃতের মুখের উপর তাঁহার অশ্রুপাত হইতে দেখা গিয়াছে। (তিরমিজি)

ব্যাখ্যা ঃ—সর্বক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তায়ালা ; তিনি مالك يوم الدين "কর্মফল প্রদানের একচ্ছত্র মালিক।" لمن الملك اليوم لله الواحد القهار "সেদিন সমস্ত ক্ষমতা একমাত্র তাঁহারই সর্বশক্তিমান হস্তে ন্যস্ত থাকিবে, এমনকি ইহকালের ন্যায় বাহ্যিক ক্ষমতাটুকুও কাহারও হাতে থাকিবে না।" তাই সেই কর্মফলের দিনের তথা পরকালের বিষয় সম্পর্কে নিশ্চিত ও দৃঢ়রূপে কোন কিছু বলিবার অধিকারী কেহই নহে।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মান-মর্য্যাদা ব্যক্ত করা নিষ্প্রয়োজন ; তিনি নিষ্পাপ, তদুপরি আল্লার ঘোষণা যে, মানুষ হিসাবে যদি আপনার কোনও ত্রুটি হয় আপনি পূর্বাহ্নেই সে সব হইতে ক্ষমাপ্রাপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি বর্ণনাতীত শান ও মান-মর্য্যাদা অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত আছে। কিন্তু জলীল ও জব্বার, সর্বাধিকারের অধিকারী সর্বক্ষমতায় ক্ষমতাবান আল্লাহ তায়ালার অধিকার ও ক্ষমতা দৃষ্টে সব কিছুই বিলীন ও বিলুপ্ত হইয়া যায়, তদুপরি কাহারও কোন সক্রিয় অধিকারও নাই। এসব অনুভূতি পরিপ্রেক্ষিতে নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম উপরোল্লিখিত তথ্যটি প্রকাশ করিয়াছেন।

বোখারী শরীফে ৯৫৭ পৃষ্ঠায় হাদীছ বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম একদা ছাহাবীগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, কোন ব্যক্তি আমল-এবাদতের দ্বারা পবিত্রাণ পাইতে পারিবে না। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আপনিও পারিবেন না, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ) ? তদুত্তরে হযরত (দঃ) বলিলেন, আমিও পরিত্রাণ পাইতে পারিব না যাবৎ আল্লার রহমত আমাকে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া না লইবে।

আল্লাহ তায়ালা হযরত (দঃ)কে এরূপ বলিতে শিক্ষাদান করিয়াছেন, যথা—

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ -

(কাফেরদের নানা প্রকার কুউক্তির প্রতিবাদে) আপনি বলিয়া দিন, আমি অতীতের রসুলগণ হইতে পৃথক ধরণের নহি, (তাঁহারা মানুষ ছিলেন, কোন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, আমিও তদ্রূপই। এমনকি) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে আমার প্রতি বা তোমাদের প্রতি কি ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবে তাহাও আমি (নিশ্চিত ও দাবীরূপে কিছুই) বলিতে পারি না। (সব কিছু তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করে এবং তাঁহারই বাণীর উপর নির্ভর করিয়া হয়ত শুধু আশা রাখা যাইতে পারে, তদতিরিক্ত কাহারও কিছুই অধিকার নাই)। (২৬ পাঃ ১ রুঃ)

৬৫৪। হাদীছ ঃ—জাবের (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, আমার পিতা আবদুল্লাহ (রাঃ) ওহোদের জেহাদে শহীদ হইলেন। তাঁহার মৃতদেহ চাদরে আবৃত করিয়া রাখা হইল, আমি উহার নিকটবর্তী আসিয়া চেহারার উপর হইতে কাপড় সরাইলাম এবং কাঁদিতে লাগিলাম। সকলেই আমাকে নিষেধ করিতেছিল, কিন্তু নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম

নিষেধ করিলেন না। আমার ফুফু ফাতেমাও আসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা ক্রন্দন কর বা না কর, সে আল্লাহ তায়ালার নিকট অতি উচ্চ মর্তবা পাইয়াছে, এমনকি রণক্ষেত্রে শহীদ অবস্থায় পতিত থাকাকালীন ফেরেশতাগণ তাহাকে স্বীয় ডানা দ্বারা ছায়া দিতেছিলেন—যাবৎ তোমরা তথা হইতে তাহাকে উঠাইয়া না আনিয়াছ।

আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদিগকে মৃত্যু সংবাদ দেওয়া

কোন কোন হাদীছে আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) মৃত্যু সংবাদ দান নিষিদ্ধ করিয়াছেন।

এখন ইমাম বোখারী (রঃ) এই মছআলাটির বিশ্লেষণের প্রতি ইঙ্গিত করিতেছেন। অন্ধকার তথা কুফুরী যুগে এই রীতি ছিল যে, বড়-মানুষী প্রকাশার্থে ঢোল-শোহরত দ্বারা মৃত্যু-সংবাদ প্রচার করা হইত। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ রীতির প্রতিই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন। নতুবা জানাযায় শরীক হইবার জন্য বা দোয়া-এস্তেগফার ইত্যাদির আশায় মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও মোসলমান ভাইদের সংবাদ দান করাতে কোন দোষ নাই। স্বয়ং রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এরূপ উদ্দেশ্যে মৃত্যু-সংবাদ দান করিয়াছেন।

৬৫৫। **হাদীছ ঃ**—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, যে দিন আবিসিনিয়ার অধিপতি নাজাশীর মৃত্যু হইল ঠিক সেদিনই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ (অহীর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া) সকলকে জানাইলেন এবং তাঁহার জন্য এস্তেগফার-ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর হযরত (দঃ) (জানাযা বা ঈদের নামায পড়ার) ময়দানে গেলেন এবং সকলকে লইয়া চার তকবীরের সহিত জানাযা পড়িলেন।

ব্যাখ্যা ঃ— আবিসিনিয়ার প্রত্যেক অধিপতিই "নাজাশী" উপাধিতে পরিচিত হইত; আলোচ্য ঘটনার অধিপতির নাম ছিল "আছহামাহ"। তিনি ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন, তিনি বড়ই সৌভাগ্যশালী ছিলেন; তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ আল্লাহ তায়ালা মদীনা শরীফে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জ্ঞাত করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) সমস্ত ছাহাবীগণকে জ্ঞাত করেন এবং তাঁহার প্রতি এমন একটি বাক্য ব্যবহার করেন যাহা চিরকাল তাঁহার সৌভাগ্যের প্রতীক হইয়া থাকিবে। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—

تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِّنَ الْحَبَشِ فَهَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ -

"অদ্য আবিসিনিয়া নিবাসী একজন নেক বান্দা ইহকাল ত্যাগ করিয়াছে, (যাহার নাম আছহামাহ) তোমরা সমবেতভাবে তোমাদের সেই ভ্রাতার জানাযার নামায আদায় করা।*

---

* মূল বাক্যটি বোখারী শরীফ ১৬৭ পৃঃ হইতে উদ্ধৃত। এই হাদীছটি ৫৪৭ পৃষ্ঠায়ও বর্ণিত হইয়াছে; অনুবাদের মধ্যে উহার বিবরণের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হইয়াছে।

আল্লার রসুলের মুখে কাহারও নেক বন্দা বলিয়া আখ্যায়িত হওয়া পরম সৌভাগ্যজনক ও একটি মূল্যবান সম্মানসূচক উপাধি। তদুপরি সুদূর মদীনা হইতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ছাহাবীগণকে লইয়া তাঁহার জানাযার নামায পড়িলেন। ইহাও অতি বড় সৌভাগ্যের বিষয়। এমনকি আবু হানিফা (রঃ) ও ইমাম মালেক (রঃ) বলিয়াছেন, এইরূপে দূরপ্রান্ত হইতে জানাযার নামায তাঁহার জন্য এক অসাধারণ বিশেষত্ব স্বরূপ ছিল। কারণ এরূপ ঘটনা একমাত্র তাঁহার ক্ষেত্রেই প্রসিদ্ধ। অথচ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সময় এবং খোলাফায়ে-রাশেদীনের সময় অনেক মোসলমান ও মর্য্যাদাসম্পন্ন বক্তিবর্গ মদীনার বাহিরে মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) বা খোলাফাগণ সচরাচার কাহারও উদ্দেশ্যে দূরপ্রান্ত হইতে জানাযার নামায পড়েন নাই। কদাচিৎ এরূপ আরও দুই একটি ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে কিনা, তাহা সন্দেহযুক্ত। আরও একটি লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), ওমর (রাঃ) এবং আরও ছাহাবী মদীনায় প্রাণত্যাগ করাকালীন অন্যান্য ছাহাবীগণ ও মোসলমানগণ দূর দূর প্রান্তে অবস্থানরত ছিলেন, কিন্তু কোথাও হইতে কেহ ঐ মহান ব্যক্তিগণের উদ্দেশ্যে গায়েবানা-জানাযার নামায পড়িয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। এমতাবস্থায় শুধুমাত্র একটি দুইটি ঘটনার দ্বারা কোন বিষয় শরীয়তের সাধারণ বিধান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না এবং প্রথারূপে ইহাকে অবলম্বন করা ত মোটেই সমীচীন নহে।

অবশ্য জানাযার নামাযের মূল বিষয়বস্তু হইল মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়া ও এস্তেগফার করা, যাহা যে কোন স্থান হইতে করা যাইতে পারে এবং করিলে তাহা ইনশা-আল্লাহ তায়ালা বিফলে যাইবে না, তাই এই বিষয় লইয়া বিবাদ সৃষ্টি করা পরিতাপের বিষয়।

জানাযার সৎকারে যোগদান করার জন্য সংবাদ দেওয়া

৬৫৬। হাদীছ ঃ— ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাহার অন্তিম শয্যাবস্থায় দেখা-শুনা করিতেন। ঐ ব্যক্তি একদা রাত্রিকালে প্রাণত্যাগ করিল। সেই রাত্রেই সকলে তাহার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিল। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে এই বিষয় জ্ঞাত করান হইলে তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন, তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? তাহারা আরজ করিল—অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্র ছিল; তাই আপনাকে কষ্ট দেওয়া ভাল মনে করি নাই। অতঃপর রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম ঐ ব্যক্তির কবরের নিকটবর্তী আসিয়া দোয়া করিলেন বা পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িলেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমরা হযরতের পেছনে কাতার বাঁধিলাম; আমিও উহাতে শামিল ছিলাম।

ব্যাখ্যা ঃ— ঐ ব্যক্তির নাম ছিল তাল্‌হা' (রাঃ)। তিনি মদীনাবাসী ছিলেন, তাঁহার রোগশয্যায় একদা হযরত রসুলুল্লাহ (রঃ) তাঁহাকে পরিদর্শন করিয়া অন্যান্য সকলের নিকট

বলিয়া গেলেন, তাল্‌হার অবস্থা ভাল নয়, তাহার মৃত্যু অতি নিকটবর্তী মনে হইতেছে। তাহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে সংবাদ জ্ঞাত করিও। কিন্তু যখন রাত্রি হইল তখন তাল্‌হা (রাঃ) তাহার আপন লোকদিগকে বলিলেন, যদি আমি রাত্রে প্রাণ ত্যাগ করি তবে রাত্রেই আমার দাফনকার্য্য সমাধা করিয়া ফেলিও, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে ডাকিও না। কারণ, ইহুদীগণ তাঁহার পরম শত্রু; অন্ধকার রাত্রে তিনি আমার জন্য কোনও বিপদের সম্মুখীন হইতে পারেন। সেই রাত্রেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল এবং দাফনকার্য্য সমাধা করা হইল। সকাল বেলা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সম্পূর্ণ খবর অবগত করান হইলে তিনি সকলকে লইয়া তাঁহার কবরের নিকট আসিলেন এবং সমবেতভাবে হাত উঠাইয়া তাঁহার জন্য দোয়া করিলেন, দোয়াটি সংক্ষিপ্ত ছিল বটে, কিন্তু বড়ই তাৎপর্য্যপূর্ণ। হযরত (দঃ) বলিলেন—

اَللّٰهُمَّ الْقَ طَلْحَةَ يَضْحَكُ اِلَيْكَ وَتَضْحَكُ اِلَيْهِ -

"হে খোদা! তাল্‌হার সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ এরূপভাবে হউক যেন সেও সন্তুষ্টচিত্তে হাসিয়া উঠে তুমিও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হও। (ফতহুলবারী)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ— আলোচ্য হাদীছের ঘটনায় নবী (দঃ) কবরের নিকটবর্তী আসিয়া শুধু দোয়া করিয়াছিলেন, না—পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামায পড়িয়াছিলেন সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম বোখারী (রঃ) স্থিরভাবে এই মতই পোষণ করিয়াছেন যে, উক্ত ঘটনায় নবী (দঃ) পূর্ণাঙ্গ জানাযার নামাযই পড়িয়াছিলেন। সেমতে বোখারী (রঃ) এই হাদীছের উপর কতিপয় মছআলাহও বর্ণনা করিয়াছেন।

শিশু সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্য্য ধারণ ও ছওয়াবের আশা রাখার ফজিলত

وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ الَّذِيْنَ اِذَآ اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالُوْٓا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ - اُولٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ.....

অর্থ—আপনি সুসংবাদ দান করুন ঐ সমস্ত ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিবর্গকে যাহারা আপদ-বিপদ, দুঃখ-কষ্ট ও শোক-অশান্তির অবস্থায় (ধৈর্য্য ধারণ করতঃ মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া) এরূপ বলে যে—আমরা (ও আমাদের সর্বস্ব) আল্লার। এবং আমাদের সকলেই আল্লার নিকট যাইতে হইবে। তাহাদের জন্য রহিয়াছে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং বিশেষ রহমত এবং তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে হেদায়েতপ্রাপ্ত। (২ পাঃ ৬ রুঃ)

৬৫৭। হাদীছ :— عن انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ.

অর্থ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা যাইবে।* ঐ শিশুদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তিকে (ঐ শিশুর মাতা ও পিতাকে) বেহেশত দান করিবেন।

৬৫৮। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যে কোন মোসলমানের তিনটি শিশু সন্তান মারা যাইবে সে দোযখে যাইবে না; অবশ্য সকলের ন্যায় তাহাদেরও দোযখের উপর প্রতিষ্ঠিত পোল-ছেরাত পার হইয়া যাইতে হইবে। কারণ, ইহা একটি অনিবার্য্য ও অবধারিত বিষয় যাহা ব্যতিরেকে কোন উপায়ান্তর নাই। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা মানবকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে—

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا.

"তোমাদের প্রত্যেকেরই দোযখ অতিক্রম করিতেই হইবে, ইহা আল্লাহ কর্তৃক নির্দ্ধারিত ও অকাট্যরূপে অবধারিত।" (১৬ পাঃ ৮ রুঃ) এখানে ৮২নং হাদীছও উল্লেখ আছে।

মৃতকে গোসল দেওয়ার নিয়ম

৬৫৯। হাদীছ :—উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের কোন এক কন্যার মৃত্যু হইল; আমরা তাঁহাকে গোসল দেওয়ার ব্যবস্থা করিতেছিলাম। রসুলুল্লাহ (দঃ) আসিয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন—(১) কুলপাতাযুক্ত পানি দ্বারা গোসল দিবে। (২) তিনবার, পাঁচবার বা সাতবার করিয়া গোসল দিবে; আবশ্যক হইলে আরও অধিকবার গোসল দিবে, কিন্তু বে-জোড় হওয়া ছাই। (৩) শেষবার কর্পূর মিশ্রিত পানি ঢালিবে। (৪) ডান দিকের অঙ্গ এবং অজুর অঙ্গসমূহ হইতে গোসল দেওয়া আরম্ভ করিবে। গোসল সমাপনান্তে আমাকে সংবাদ দিবে।

গোসল সমাপনে আমরা রসুলুল্লাহ (দঃ)কে খবর দিলাম। তিনি তাঁহার একখানা লুঙ্গি আমাদের নিকট দিলেন এবং বলিলেন, সর্বপ্রথম তাহাকে এই কাপড়টিতে আবৃত কর; যেন এই কাপড়টি তাহার শরীর স্পর্শ করিয়া থাকে। (বরকতের জন্য এই ব্যবস্থা করিলেন।)

উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) বলিয়াছেন, আমরা নবী কন্যাকে গোসল দেওয়াকালীন প্রথমে তাঁহার কেশগুচ্ছ বা কবরী ও খোঁপা খুলিয়া ফেলিলাম এবং চুল আঁচড়াইয়া গোসলান্তে উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া (পেছনের) দিকে রাখিয়া দিলাম।

---

* দুইটি বা একটি সন্তান মারা গেলে কি হইবে তাহা দ্বিতীয় অধ্যায় ৮২নং হাদীছে দেখুন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—নবী-কন্যার গোসলদানে অন্যতমা অংশ গ্রহণকারীণী উম্মে-আ'তিয়া (রাঃ) মৃত নবী-কন্যার চুল সম্পর্কে তিনটি কথা বলিয়াছেন—আমরা নবী-কন্যার চুল আঁচড়াইয়াছিলাম (১৬৭ পৃঃ), দুই পার্শ্বের চুলে দুইটি, মধ্য মাথার চুলে একটি—তিনটি বেণী করিয়া দিয়াছিলাম (১৬৮ পৃঃ), বেণীত্রয় পেছনের দিকে তথা পিঠের নীচে রাখিয়া দিয়াছিলাম (১৬৯ পৃঃ)

মোসলমানদের শব দেহের প্রতি সসম্মানে বিদায় দানের ভূমিকা প্রদর্শনই শরীয়তের নীতি। রোগশয্যায় সাধারণতঃ অযত্নের দরুণ মহিলাদের এবং পুরুষেরও বাবরি চুল জটলা ধরিয়া যায়। গোসলদানে পরিচ্ছন্নতার জন্য সেই জটলা ছিন্ন করিতে হইবে; সেই জন্য আবশ্যক হইলে চিরুণীও ব্যবহার করা জায়েয আছে, কিন্তু চুল ছিন্ন না হয় তাহা লক্ষ্য রাখিবে। চুল এলোমেলো ও অসুন্দররূপে থাকিতে দিবে না, সুবিন্যস্ততার সহিত চুল রাখিবে; উহার জন্য প্রয়োজন মনে করিতে মোলায়েমভাবে বেণী করিয়া দিবে। হানফী মজহাবের ফেকার কিতাবেও বেণীর উল্লেখ আছে—ফতওয়া শামী, ১—৮০৪ দ্রষ্টব্য। বেণীর সংখ্যা ও রাখার স্থান সম্পর্কে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহাও জায়েয, তবে সব দেহকে যথাসম্ভব নাড়াচাড়া উলট-পালট কম করার ব্যবস্থাই সর্বক্ষেত্রে অগ্রগণ্য; সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া হানফী ফেকার কেতাবে মহিলা মৃতের চুলকে দুই খণ্ডে বা দুইটি বেণী আকারে দুই পার্শ্বে দিয়া বক্ষের উপর রাখিয়া দেওয়া উল্লেখ রহিয়াছে।

সাদা কাপড়ে কাফন দেওয়া

৬৬০। **হাদীছ :**—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ)কে তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়া হইয়াছে; উহা সূতী, সাদা এবং ইয়ামান দেশের তৈরী ছিল।

ব্যাখ্যা :— রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের জন্য ব্যবহৃত কাফনই আল্লাহ তায়ালার নিকটও পছন্দনীয়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন, তোমরা সাদা পোষাক ব্যবহার কর; ইহা পাক-পবিত্রতার দিক দিয়া উত্তম। (কারণ, রঙ্গিন কাপড়ে কোন কিছু লাগিলে তাহা সহজে নজরে পরে না) এবং সাদা কাপড়েই মৃতদিগকে কাফন দান কর। (তিরমিজি শরীফ)

মছআলাহ :—মহিলাদিগকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেওয়া সুন্নত। চতুর্থটি হইল সিরবন্দ এবং পঞ্চমটি হইল সিনাবন্দ। সিনাবন্দ বগল হইতে কোমর ও রান বা জানুদ্বয় সহ দীর্ঘ হইবে; (কাফন পড়াইবার সময়) উহা পিরহানের নীচে থাকিবে; (ফলে পেচাইবার সময় পিরহানের উপরে থাকিবে।) ১৬৮ পৃঃ

মছআলাহ :—মৃতের মাথায় এবং দাঁড়িতে সুগন্ধি দিবে, আর শরীরের যে সব স্থান সেজদার সময় ব্যবহৃত হয় ঐ স্থানসমূহে কর্পূর দিবে (১৬৯ পৃঃ)।

এহরাম অবস্থায় মৃত ব্যক্তির কাফন

৬৬১। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক ব্যক্তি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সঙ্গে হজ্জ করাকালীন এহরাম অবস্থায় আরাফার ময়দানে স্বীয়